যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৩-২০১৪

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৩-২০১৪

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১।	প্রথম অধ্যায় : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	০১-২০
২।	দ্বিতীয় অধ্যায় : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	২১-৩০
৩।	তৃতীয় অধ্যায় : জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	৩১-৪৫
৪।	চতুর্থ অধ্যায় : বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)	৪৬-৫৫
৫।	পঞ্চম অধ্যায় : ক্রীড়া পরিদপ্তর	৫৬-৬৩

প্রথম অধ্যায়

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের গঠন ও কার্যবণ্টন

১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশেষ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সৃষ্টি হয় । ১৯৮২ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়কে বিলুপ্ত করে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে যুব উন্নয়ন বিভাগ সৃষ্টি করা হয় । পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ক্রীড়া অংশ এবং শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের যুব উন্নয়ন বিভাগকে একীভূত করে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় ।

Rules of Business ১৯৯৬ এর Schedule-1 (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) অনুযায়ী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপর নিম্নবর্ণিত কার্যাদি অর্পিত হয়েছে:

১।	যুবদের কল্যাণ, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন বিষয়ক কার্যাদি ;
২।	স্বেচ্ছামূলক উন্নয়ন কাজে যুবদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা ;
৩।	যুবদের কল্যাণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযোগ রক্ষা ;
৪।	নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য অর্থ মঞ্জুরি ;
৫।	যুব পুরস্কার প্রদান ;
৬।	যুবদেরকে দায়িত্বশীল ও আত্মবিশ্বাসী হিসেবে গড়ে তোলা এবং অন্যান্য মানবিক গুণাবলি অর্জনে উৎসাহ প্রদানের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ ;
৭।	যুব উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর গবেষণা ও জরিপ ;
৮।	বেকার যুবদের জন্য কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ ;
৯।	বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা ও ক্রীড়া উন্নয়ন জন্য কার্যক্রম গ্রহণ ;
১০।	জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রদান ;
১১।	ক্রীড়ার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ হতে অনুদানের ব্যবস্থাকরণ ;
১২।	বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থাকে অনুদান প্রদান ;
১৩।	ক্রীড়াক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ ;
১৪।	ক্রীড়াক্ষেত্রে অবদানের জন্য মেধা পুরস্কার প্রদান ;
১৫।	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খেলাধুলায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ ;
১৬।	ক্রীড়া বিষয়ক প্রকাশনার উন্নয়ন;
১৭।	ক্রীড়া বিষয়ক জাতীয় সংস্থাসমূহ ;
১৮।	অন্যান্য দেশের সাথে ক্রীড়াদল বিনিময় ;
১৯।	ক্রীড়াবিদদের পেনশন প্রদান ;
২০।	আর্থিক বিষয়সহ সচিবালয় প্রশাসন ;
২১।	মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ ;
২২।	বিভিন্ন দেশ এবং বিশ্ব সংস্থার সাথে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন ও যোগাযোগ রক্ষা;
২৩।	মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কিত সকল আইন ;
২৪।	মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সকল পরিসংখ্যান ও অনুসন্ধান ;
২৫।	আদালতের আদায়যোগ্য অর্থ ব্যতীত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ের ফি ।

ভিশন

দক্ষ জনশক্তি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সুস্বাস্থ্য ও বিনোদনের জন্য ক্রীড়ার বিকাশ

মিশন

দক্ষ ও উৎপাদনশীল যুবসমাজ গঠনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়ার উৎকর্ষ সাধন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দায়িত্বে রয়েছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী। সচিব প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে মন্ত্রণালয়সহ সংযুক্ত ও অধস্তন অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থাসমূহের কার্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রযোজ্য আইন/বিধি/নির্দেশ অনুযায়ী নিষ্পন্ন করার জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত। তাছাড়া, প্রিন্সিপাল এ্যাকাউন্টিং অফিসার হিসাবে সচিব-এর উপর মন্ত্রণালয়/সংযুক্ত দপ্তর/অধস্তন সংস্থাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে।

এই মন্ত্রণালয়ের কার্যাদি নিষ্পন্ন করার জন্য রয়েছে চারটি অধিশাখা যথাঃ (১) প্রশাসন (২) যুব (৩) ক্রীড়া ও (৪) পরিকল্পনা। দুইজন যুগ্ম-সচিব শাখা/অধিশাখাসমূহের কাজের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করে থাকেন। উক্ত চারটি অধিশাখার অধীনে রয়েছে ১১টি শাখা। প্রতিটি অধিশাখার দায়িত্বে একজন উপ-সচিব/উপ-প্রধান (পরিকল্পনা) এবং শাখার দায়িত্বে সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব বা সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা) রয়েছেন। অনুমোদিত জনবল অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ে রয়েছে ২১জন প্রথম শ্রেণির, ১৯ জন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা এবং ২০ জন তৃতীয় শ্রেণির ও ২০ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারি। মোট জনবল ৮১ জন। মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো সংলগ্নী-'ক'-তে সংযুক্ত।

প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের বিবরণ

ক্রমিক নং	পদবী	সংখ্যা
(ক)	সচিব	১
(খ)	যুগ্ম-সচিব	৫ (৩ জন যুগ্ম-সচিব সংযুক্তি হিসেবে রয়েছেন)।
(গ)	উপ-সচিব	৩
(ঘ)	উপ-প্রধান	১
(ঙ)	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	৯
(চ)	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	৪
(ছ)	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১
(জ)	সহকারী প্রোগ্রামার	১
	মোট=	২২ জন

বিভিন্ন শাখা/অধিশাখার কার্যাদি এবং নিষ্পন্নকৃত কার্যাদি

(ক) প্রশাসন অধিশাখা

প্রশাসন অধিশাখার ৪ টি শাখা রয়েছে। যথা: প্রশাসন- ১, প্রশাসন-২, সমন্বয় এবং বাজেট শাখা। শাখাসমূহের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

শাখার নাম: প্রশাসন-১

অর্থ বছর: ২০১৩-২০১৪

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
১।	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা /কর্মচারিগণের নিয়োগ	-
২।	শৃঙ্খলা ও আপিল বিষয়ক কার্যাদি	-
৩।	অবসরসংক্রান্ত কার্যক্রম ও কল্যাণ কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন	-
৪।	মন্ত্রণালয়ের কোটাভুক্ত এ, বি ও সি শ্রেণির সরকারি বাসা বরাদ্দকরণ	বি শ্রেণির ১টি বাসা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
৫।	মন্ত্রণালয়ের কর্মচারিদের অর্জিত ছুটি মঞ্জুরি	৫জন কর্মকর্তা / কর্মচারির অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে।
৬।	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের শ্রান্তিবিনোদন ছুটি মঞ্জুরি	০৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারির শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে।
৭।	জাতীয় সংসদদের কাউন্সিল অফিসার নিয়োগ	জাতীয় সংসদের চাহিদা মোতাবেক কাউন্সিল অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে।
৮।	মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও ক্রীড়া পরিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের অনুকূলে মটরকার, কম্পিউটার, গৃহনির্মাণ ও মটর সাইকেল অগ্রিমের মঞ্জুরি প্রদান	৩৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারির অনুকূলে অগ্রিম মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।
৯।	স্টোর রক্ষণাবেক্ষণ	যথাযথভাবে স্টোর রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
১০।	মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় স্টেশনারি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ, মেরামত, বিতরণ ও অকেজো মালামাল অপসারণ	যথাযথভাবে কার্যাদি সম্পাদন করা হয়েছে।
১১।	গ্রন্থাগার রক্ষণাবেক্ষণ করা	গ্রন্থাগার যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
১২।	পত্রগ্রহণ ও প্রেরণ	৯৮৫টি পত্র গ্রহণ এবং ১২৭০টি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১৩।	আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জাম সংগ্রহ ও বিতরণ	বিধিবিধান অনুযায়ী আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জাম সংগ্রহ ও বিতরণ করা হয়েছে।
১৪।	সম্মেলন কক্ষের রক্ষণাবেক্ষণ ও আপ্যায়ন	যথাযথভাবে সম্মেলন কক্ষের রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
১৫।	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের দপ্তরের দৈনিক পত্রিকা ও আপ্যায়নসহ আনুষঙ্গিক বিল	পত্রিকা ও আপ্যায়নবাবদ প্রাপ্ত বরাদ্দ সম্পূর্ণ ব্যয় করা হয়েছে।
১৬।	প্রটোকল	প্রটোকল সংক্রান্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে।
১৭।	উন্নয়ন এবং কমন সার্ভিস	কয়েকটি অফিস কক্ষ সংস্কার করা হয়েছে ।
১৮।	মন্ত্রণালয়ের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যপত্র ও কার্যবিবরণী প্রণয়নসহ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	মন্ত্রণালয়ের মোট ১২টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যপত্র ও কার্যবিবরণ প্রণয়নসহ সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
১৯।	মন্ত্রণালয়ের যানবাহন, যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ, মেরামত এবং ব্যবহারের অনুপযোগী দ্রব্যাদি মন্ত্রণালয় থেকে অপসারণ	মন্ত্রণালয়ের যানবাহন, যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ, মেরামত করা ও ব্যবহারের অনুপযোগী আসবাবপত্র অপসারণ করা হয়েছে।
২০।	জ্বালানী ও আনুষঙ্গিক খাতসহ অন্যান্য ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণ	গত ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে জ্বালানী ও আনুষঙ্গিক খাতসমূহে যে অর্থ বরাদ্দ ছিল তা ব্যবহারের হিসাব সংরক্ষণ করা হয়েছে।
২১।	মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিলের অনুকূলে অর্থ ছাড়করণ	মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিলের বিপরীতে মোট ৩.০০ লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত টাকা ছাড় করা হয়েছে।
২২।	বিবিধ	সময়ে সময়ে কর্তৃপক্ষের বিবিধ আদেশ যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে।

শাখার নামঃ প্রশাসন-২

অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪

ক্রমিক নং	শাখা/অধিশাখার কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
১।	জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সাথে সকল প্রকার যোগাযোগ সংক্রান্ত কার্যাবলি;	জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সাথে সকল প্রকার কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়েছে।
২।	জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর প্রদান ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বিভিন্ন কার্যাবলি;	দশম জাতীয় সংসদে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অধিবেশনে উপস্থাপনের জন্য তারকা চিহ্নিত ও লিখিত প্রশ্নের জবাব যথাসময়ে প্রেরণ এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বিভিন্ন সভার কার্যপত্র উপস্থাপন, সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির প্রতিবেদন সংসদ সচিবালয়ে যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩।	জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মন্ত্রণালয়ের তথ্যাদি প্রেরণ;	জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
৪।	মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন সংক্রান্ত কার্যাদি;	মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য ৩ টি ও ৩ টি আবাসিক টেলিফোনের মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে।
৫।	মন্ত্রণালয়ের আসবাবপত্র ক্রয়/মেরামত/ অকেজো আসবাবপত্র অপসারণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;	মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য সিঙ্গেল সিটের সোফা-৮টি, ডাবল সিটের সোফা-১টি, থ্রি সিটের সোফা-১টি, অতিথিদের চেয়ার-১২টি, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ চেয়ার-৩টি, সাইড টেবিল-২টি, সেন্টার টেবিল-৩টি, টি টেবিল-১টি, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ টেবিল-৩টি, কম্পিউটার টেবিল-১টি, সেক্রেটারিয়েট টেবিল-১টি, স্টিলের আলমারি-১টি, চিফ এক্সিকিউটিভ টেবিল-১টি, ফাইল কেবিনেট-৫টি ক্রয় করা হয়েছে।
৬।	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের পদোন্নতি/ টাইমস্কেল/ সিলেকশন গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত কার্যাদি;	মন্ত্রণায়ের ১ (এক) জন ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারিকে ৩য় শ্রেণির অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
৭।	মন্ত্রণালয়/দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বাংলাদেশ সচিবালয়ের স্থায়ী/অস্থায়ী প্রবেশপত্র সংক্রান্ত কার্যাদি	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের অনুকূলে ৬টি স্থায়ী এবং ৩০টি অস্থায়ী প্রবেশপত্র ইস্যু করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে।
৮।	বিদেশ ভ্রমণের জন্য কর্মকর্তা মনোনয়ন	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হতে ০৭ জন কর্মকর্তা এবং এ মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর/সংস্থা হতে ০৮ জন কর্মকর্তাকে বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
৯।	মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/সচিবসহ মন্ত্রণালয়/ দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের সব ধরনের বিদেশ ভ্রমণের প্রক্রিয়াকরণসহ জি.ও জারিকরণ	মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/সচিবসহ মন্ত্রণালয়/দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের সব ধরনের বিদেশ ভ্রমণের প্রক্রিয়াকরণসহ জি.ও জারী,অগ্রিম অর্থ প্রদান এবং সফর শেষে বর্ণিত অগ্রিম সমন্বয় করা হয়েছে।
১০।	মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর /সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ/ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্হার ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের দক্ষ, পরিশ্রমী ও যুগোপযোগী মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মোট ১৫ জনকে স্থানীয় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। এছাড়া, ১ জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।
১১।	মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর /সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ /বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন সেমিনার ও বিভিন্ন ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ	মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর /সংস্থার ০৮ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন সেমিনার ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
১২।	মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ২য় ও ৩য় শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ	মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ২য় ও ৩য় শ্রেণির কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

শাখার নামঃ সমন্বয় শাখা

অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৪

ক্রমিক নং	শাখা ও অধিশাখার কার্যাদির নাম	সম্পাদিত কাজের সংখ্যা/পরিমাণ/জন/অন্যান্য
১।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বার্ষিক এবং মাসিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন প্রেরণ;	বার্ষিক প্রতিবেদন-১টি মাসিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন প্রতিমাসে ১টি করে মোট ১২টি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
২।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিয়মিত মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ;	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নিয়মিত মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে ১টি করে মোট ১২টি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
৩।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনিষ্পন্ন বিষয়ের তথ্যাদি প্রেরণ;	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনিষ্পন্ন বিষয়ের তথ্যাদি প্রতিমাসে ১টি করে মোট ১২টি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
৪।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ;	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রতিমাসে ১টি করে মোট ১২টি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
৫।	জেলা প্রশাসক সম্মেলনের তথ্যাদি/প্রতিবেদন প্রেরণ ;	জেলা প্রশাসক সম্মেলনের তথ্যাদি/প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
৬।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ;	প্রতিমাসে ১টি করে মোট ১২টি প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৭।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ;	মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের চাহিদার ভিত্তিতে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮।	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে যেমন-রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে চিঠিপত্র বিনিময় ও প্রতিবেদন প্রেরণ;	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদার ভিত্তিতে চিঠিপত্র ও প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
৯।	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে অনুষ্ঠিত সভায় অংশগ্রহণের জন্য অত্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি প্রেরণ;	নিয়মিত প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়েছে।
১০।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সচিব সভার জন্য তথ্যাদি প্রেরণ;	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক সচিব সভার জন্য নিয়মিত তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে।
১১।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য নামের তালিকা প্রেরণ;	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে স্বাধীনতা পুরস্কারের মনোনয়নের জন্য ১(এক) জনের নামের তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে।
১২।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রেরণ;	চাহিদা মোতাবেক মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে।
১৩।	বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে (রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়) নামের তালিকা প্রেরণ;	বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে (চাহিদা অনুযায়ী) নিয়মিত নামের তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে।
১৪।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ২১শে পদকের নাম প্রেরণ;	২১শে পদকের শূন্য প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
১৫।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে বেগম রোকেয়া পদকের নাম প্রেরণ;	বেগম রোকেয়া পদকের শূন্য প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
১৬।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে তথ্যাদি প্রেরণ;	অনুযায়ী মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে তথ্যাদি নিয়মিত প্রেরণ করা হয়েছে।
১৭।	মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে তথ্যাদি প্রেরণ;	মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে তথ্যাদি নিয়মিত প্রেরণ করা হয়েছে।
১৮।	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সার্কুলারসমূহ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সার্কুলারসমূহ যথাযথভাবে বিতরণ করা হয়েছে।
১৯।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর উপলক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণ;	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

শাখার নাম ঃ বাজেট শাখা

অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪

ক্রমিক নং	বাজেট শাখার কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
১।	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতি এবং পরিকল্পনা/ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতি এবং পরিকল্পনা/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক হালনাগাদকরণের নিমিত্ত অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক এ মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে কোয়ার্টার ভিত্তিক ব্যয়ের হিসাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
২।	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট কাঠামো ও হালনাগাদকরণ;	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো প্রণয়ন ও হালনাগাদ করার নিমিত্ত দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে সভা করে বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং অর্থ বিভাগে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দেয়া হয়েছে।
৩।	সচিবালয় এবং সংযুক্ত/অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থার রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়সীমা নির্ধারণ;	সচিবালয় এবং সংযুক্ত/অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থার রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়সীমা বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে চূড়ান্ত করা হয়েছে।
৪।	রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রস্তুত করা ও ডাটা এন্ট্রি;	রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রস্তুত করে বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনের পর iBAS-এ ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে।
৫।	রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাব প্রণয়ন/পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন;	রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচির ০৩(তিন)টি প্রস্তাব প্রণয়ন/পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে।
৬।	আগাম সংগ্রহ পরিকল্পনা (Advance Procurement Plan)-সহ মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও নিয়ন্ত্রণাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের জন্য বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন।	আগাম সংগ্রহ পরিকল্পনা (Advance Procurement Plan)-সহ মন্ত্রণালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ক্রীড়া পরিদপ্তর, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বিকেএসপির জন্য বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
৭।	রাজস্ব আহরণ ও অর্থছাড়সহ বাজেটে বরাদ্দকৃত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;	প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮।	পরিকল্পনা/উন্নয়ন অনুবিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণের অগ্রগতি এবং অধিদপ্তর/ সংস্থাওয়ারি সকল কার্যক্রম/প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন (Financial and Non-Financial) অগ্রগতি পর্যালোচনা।	অগ্রগতি পর্যালোচনা নিমিত্ত বিভিন্ন সভার আয়োজন করা হয়েছে।
৯।	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক এবং ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জনসহ বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;	প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশন এবং ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জনসহ বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন কার্যালয়/প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়েছে এবং লক্ষমাত্রা অর্জনের দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
১০।	অর্থ বিভাগ প্রণীত নির্দেশনা এবং ছক অনুযায়ী বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন।	অর্থ বিভাগ প্রণীত নির্দেশনা এবং ছক অনুযায়ী বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
১১।	পুনঃউপযোজনসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;	পুনঃউপযোজনসহ প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
১২।	অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব (প্রয়োজন হলে) পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ;	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতায় বিভিন্ন ফেডারেশনের মাধ্যমে খেলাধুলার আয়োজন, অংশগ্রহণ ও প্রশিক্ষণের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	বাজেট শাখার কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
১৩।	অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা;	অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।
১৪।	বিভাগীয় হিসাবের (Departmental Accounts) সাথে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের হিসাবের সংগতি সাধন;	বিভাগীয় হিসাবের (Departmental Accounts) সাথে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের হিসাবের সংগতিসাধনের নিমিত্ত নিয়মিত যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
১৫।	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক উপযোজন হিসাব প্রণয়ন এবং নিরীক্ষা প্রত্যয়নের জন্য মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণ;	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক উপযোজন হিসাব প্রণয়ন এবং নিরীক্ষা প্রত্যয়নের জন্য মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।
১৬।	সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি (PAC) এবং অন্যান্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির জন্য বাজেট ও আর্থিক বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;	সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি (PAC) এবং অন্যান্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির জন্য বাজেট ও আর্থিক বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।
১৭।	যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে পৃথক অডিট শাখা নেই সেগুলোর ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও শৃঙখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সমন্বয় সাধন;	এ মন্ত্রণালয়ে আলাদা অডিট শাখা নেই বিধায় বাজেট শাখা হতে নিয়মিত ব্রডশীট জবাব, ত্রিপক্ষীয় সভা আহবান করে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে এবং মাসিক সমন্বয় সভায় অডিট আপত্তিগুলো নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।
১৮।	বাজেট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সাথে সমন্বয় রক্ষা করা;	বাজেট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সাথে সমন্বয় রক্ষা করা হচ্ছে।
১৯।	বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি, বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির উপ-কমিটিকে (যদি থাকে) সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিররণী অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ;	বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ বাজেট শাখা হতে নিশ্চিত করা হচ্ছে।
২০।	আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার/উন্নয়ন এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন;	আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার/উন্নয়ন এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হচ্ছে।
২১।	আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;	আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
২২।	বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য এ মন্ত্রণালয়ের তথ্যাদি প্রেরণ;	বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার তথ্যাদি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
২৩।	বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক, ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Management Information System (MIS) স্থাপন এবং পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা; এবং	বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক, ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Management Information System (MIS) স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
২৪।	বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন ।	বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে ।

শাখার নাম: আইটি সেল

অর্থবছর: ২০১৩-২০১৪

ক্রমিক নং	কার্যাদি	২০১৩-১৪ সালের সম্পাদিত কার্যাদি
১.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার Information Communication Technology (ICT) সম্পর্কিত সকল কাজে নির্দেশনা প্রদান তত্ত্বাবধান এবং সমন্বয় সাধন করা;	Information Communication Technology (ICT) সম্পর্কিত সকল কাজ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন টিমের সমন্বয়ে সম্পাদন হয়েছে।
২.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও জনসম্পদ উন্নয়নের জন্য সংশিষ্ট হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের পরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমোদন এবং তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	জাতীয় তথ্য বাতায়নে সংযুক্তির জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ওয়েব পোর্টাল নির্মাণ করা হয়েছে।
৩.	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপর দেশে ও বিদেশে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	দেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
৪.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে সংশিষ্ট হার্ডওয়ার, সফটওয়ার স্থাপন ও যথাযথ পরিবর্তন করা ;	প্রয়োজনীয় বিভিন্ন হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার সময় সময় পরিবর্তন করা হয়েছে।
৫.	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ হিসেবে দায়িত্ব পালন করা।	মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন সেল এর দায়িত্বসহ অন্যান্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক দায়িত্ব পালন করা হয়েছে।
৬.	তথ্য, ই-মেইল এবং ডাটাবেইসসমূহ কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।	ওয়েব মেইল এর মাধ্যমে যোগাযোগসহ তথ্য আদান-প্রদান করা হয়েছে।
৭.	নেটওয়ার্ক ও নেটওয়ার্ক Resource -এর যথোপযুক্ত ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের জন্য user creation password প্রদান ও পরিবর্তন, প্রবেশাধিকার নির্ধারণ, তত্ত্বাবধান,নিয়ন্ত্রণ ও এতদসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি।	মন্ত্রণালয়ের LAN বা নেটওয়ার্কিংজনিত সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।
৮.	কম্পিউটার ও নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীদের জন্য প্রশিক্ষণ নির্ধারণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সহায়তা করা।	প্রশিক্ষণ নির্ধারণে সহায়তা করা হয়।
৯.	Website traffic ও e-mail monitor করা এবং তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা;	Website ও ই-মেইল নিয়মিত চেক করা হচ্ছে।
১০.	User right অনুযায়ী সংশিষ্ট Web page browse করার অনুমতি প্রদান করা এবং যে সকল ব্যবহারকারীর Web page browse করার অধিকার নেই, সেগুলি browsing করা থেকে বিরত রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;	User right অনুযায়ী সংশিষ্ট Web page browse করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে এবং যে সকল ব্যবহারকারীর Web page browse করার অধিকার নেই, সেগুলি browsing করা থেকে বিরত থাকার জন্য বলা হয়েছে।
১১.	ওয়েব সাইট রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার নির্ধারণ, ক্রয় এবং install এর ব্যবস্থা করা।	ওয়েব সাইট রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার নির্ধারণ, ক্রয় এবং install এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
১২.	বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম তৈরি, উন্নয়ন ও তদারকি, সিস্টেমস-এ কোন অসুবিধা দেখা দিলে তা সমাধান করণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি।	কম্পিউটার সম্পর্কিত সমস্যাসমূহ সমাধান করা হয়।
১৩.	মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর/শাখা/অধিশাখার কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি।	মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখা অধিশাখার কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ে Wi-fi সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।
১৪.	মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত করণসহ ওয়েবসাইট হালনাগাদ করণ সংক্রান্ত কার্যাদি।	ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

ক্রমিক নং	কার্যাদি	২০১৩-১৪ সালের সম্পাদিত কার্যাদি
১৫.	বিভিন্ন ধরনের তথ্য, উপাত্ত/ডাটা ইত্যাদি কম্পিউটারে কম্পোজ করা এবং সংরক্ষণ করা।	আইসিটি সম্পর্কিত তথ্য, উপাত্ত/ডাটা ইত্যাদি কম্পিউটারে কম্পোজ এবং সংরক্ষণ করা হয়েছে।
১৬.	মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ দপ্তর সংস্থার সাথে ইন্টারনেট/ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহপূর্বক সে অনুয়ায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	যুব ও ক্রীড়া সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি/অফিস আদেশ/প্রজ্ঞাপন ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে।
১৭.	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে ইন্টারনেট/ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা।	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত পত্রাদি নিজ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত দেয়া হয় এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্য সকলকে অবহিত করার জন্য প্রকাশ করা হয়েছে।
১৮.	লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ ও নিয়মনীতি সর্ম্পকে নির্দেশনা দান ও সহযোগিতা করা ।	লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ সর্ম্পকে নির্দেশনা দান ও সহযোগিতা করা হয়েছে।
১৯.	মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর/শাখা/অধিশাখার কম্পিউটার সমূহ রক্ষনাবেক্ষণ ও পরিচালনা করা	বিভিন্ন দপ্তর/শাখা/অধিশাখার কম্পিউটার সমূহ রক্ষনাবেক্ষণ ও পরিচালনা করা হয়েছে।
২০.	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে এ মন্ত্রণালয়ের আইসিটি ফোকাল পয়েন্ট-এর দায়িত্ব পালন করা।	চিফ ইনোভেশন অফিসারের তত্ত্বাবধায়নে আইসিটি বিষয়ক সমস্যা সমাধান করা হয়েছে।
২১.	Database Application সফটওয়্যার তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য component, function, routine ও Procedure সংক্রান্ত code লেখা এবং এর input ও output এর তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় করা, এইক্ষেত্রে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হলে তা শুদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা;	Database Application সফটওয়্যার তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য component, function, routine ও Procedure সংক্রান্ত code লেখা এবং এর input ও output এর তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়, এইক্ষেত্রে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হলে তা শুদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
২২.	প্রোগ্রামের ভুলত্রুটি নির্ধারণ ও শুদ্ধ করা;	প্রোগ্রামের ভুলত্রুটি নির্ধারণ ও শুদ্ধ করা হচ্ছে।
২৩.	Web page এ প্রকাশিত তথ্যেও জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা ও Web page up-to-date রাখা;	Web page এ প্রকাশিত তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ ও Web page up-to-date রাখা হয়েছে।
২৪.	নিয়মিতভাবে ডাটা Backup ও Recovery করা;	Backup ও Recovery করা হচ্ছে।
২৫.	নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীদের কম্পিউটারে operating system, virus utility software সময়মত instalation ও update নিশ্চিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;	মন্ত্রণালয়ের সকল কম্পিউটারে operating system, virus utility software সময়মত instalation ও update নিশ্চিতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
২৬.	নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীদের কারিগরী সমস্যায় সহযোগিতা করার জন্য help-line desk এর ব্যবস্থা করা এবং এতদসংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও monitor করা;	ম্যানুয়ালগত হেল্প ডেস্ক না থাকলেও প্রয়োজনীয় কারিগরী সমস্যার সমাধানে সহযোগিতা করা হয়।
২৭.	তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী প্রোগ্রাম লিখা, প্রোগ্রামের ভুলত্রুটি চিহ্নিত করা ও শুদ্ধ করা;	তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী প্রোগ্রাম লিখা, প্রোগ্রামের ভুলত্রুটি চিহ্নিত করা ও শুদ্ধ করা হয়।
২৮.	Application এর মাধ্যমে পরীক্ষামূলক ডাটা এন্ট্রি, আপডেট, প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা;	Application এর মাধ্যমে পরীক্ষামূলক ডাটা এন্ট্রি, আপডেট, প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা হয়।
২৯.	চাহিদা মোতাবেক ব্যবহারকারীর কম্পিউটারে সফটওয়্যার ইন্সটল করা ও সফটওয়্যারে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধান করা।	কম্পিউটারে সফটওয়্যার ইন্সটল করা ও সফটওয়্যারে সমস্যার সমাধান করা হয়ে থাকে।
৩০.	ডকুমেন্ট, ফরম, ম্যানুয়াল, ষ্টান্ডার্ড, নীতিমালা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ এবং নির্দেশ অনুযায়ী Web page এ যথাযথভাবে প্রকাশ করা ও হালনাগাদ রাখা;	কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে তথ্যাদি নির্দেশ অনুযায়ী Web page এ প্রকাশ ও হালনাগাদ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কার্যাদি	২০১৩-১৪ সালের সম্পাদিত কার্যাদি
৩১.	Backup power supplies, effective virus protection software & procedure সংগ্রহ, স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে network কে সচল ও নিরাপদ রাখা;	Backup power supplies ক্রয় প্রক্রিয়াধীন এবং virus protection software এর মাধ্যমে নেটওয়ার্ককে সচল ও নিরাপদ রাখা হচ্ছে।
৩২.	Desktop, laptop ও workstation এ অপারেটিং সিস্টেম ও virus guard সহ সংশিষ্ট সফটওয়্যার স্থাপনের ব্যবস্থা করা;	প্রায় সকল কম্পিউটারে ইন্টানেট সিকিউরিটি ইন্সটল করা হয়েছে।
৩৩.	কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অন্যান্য যে কোন দায়িত্ব পালন করা।	কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সময় সময় বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করা হয়েছে।

হিসাব শাখা ঃ

অর্থ বছর ঃ ২০১৩-২০১৪

ক্রমিক নং	হিসাব শাখার কার্যাবলি	সম্পাদিত কার্যাবলি
১।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের বাজেট প্রণয়ণ,নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ:	বাজেট প্রণয়ণের পর বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসাব করে অব্যয়িত বরাদ্দ সম্পন্ন করা হয়েছে।
২।	মন্ত্রণালয়ের কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের বেতন ও ভাতাদি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ:	মন্ত্রণালয়ের কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের মাসিক বেতন ভাতাদি পরিশোধ করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছর থেকে EFT – এর মাধ্যমে বেতন ভাতাদি পরিশোধ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
৩।	কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের টিএ/ডিএ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ:	বিভিন্ন প্রকার বৈদেশিক এবং অভ্যন্তরীণ টিএ/ডিএ বিল তৈরী করে এজিতে বিল পাশের পর চেক বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সকল ভ্রমণ সংক্রান্ত অগ্রিমের বিল সমন্বয় করা হয়েছে।
৪।	মন্ত্রণালয়ের সকল কোড হেডের বিপরীতে বিল তৈরী, বিল এজিতে প্রেরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ:	মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখা-১ ও প্রশাসন শাখা -২ এর জিও অনুযায়ী বিভিন্ন হেডে বিভিন্ন আনুষঙ্গিক বিল তৈরী করে এজিতে প্রেরণ এবং এজি থেকে চেক আসার পর তা বিতরণ করা হয়েছে।
৫।	মন্ত্রণালয়ের টেলিফোন বিল সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ।	কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক/আবাসিক টেলিফোন বিলসমূহের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে চেক বিতরণ করা হয়েছে।
৬।	এজি ও ব্যাংক এর সাথে হিসাব সমন্বয় সংক্রান্ত কাজ।	বরাদ্দকৃত ব্যয়িত অর্থের হিসাব এজি কার্যালয় ও ব্যাংকের সাথে হিসাব সমন্বয় কাজ সমাধান করা হয়েছে।
৭।	এজি কর্তৃক প্রদানকৃত চেক সংগ্রহ এবং চেক বিতরণ এর কাজ।	এজি কর্তৃক প্রদানকৃত সকল চেক বিতরণ করা হয়েছে।
৮।	কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্তির ফলে বিভিন্ন প্রকার বেতন নির্ধারণ এর কাজ।	কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের বিভিন্ন প্রকার বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে।
৯।	কর্মচারিদের বেতন, ভাতাদিসহ যাবতীয় বিলের বিপরীতে আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে চেক প্রদান কাজ:	আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে চেক ইস্যুর কাজ সমাধান করা হয়েছে।
১০।	কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের বিভিন্ন প্রকার বকেয়া বিলেরকাজ:	কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের বিভিন্ন প্রকার বকেয়া বিলের সম্পাদন করা কাজ হয়েছে।
১১।	কর্মচারিগণের চাকুরিবহির হালনাগাদকরণ এবং ছুটিরহিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ:	চাকুরিবহি হালনাগাদ করা হয়েছে এবং ছুটির হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয়কাজ করা হয়েছে।
১২।	ব্যাংক জমাকৃত ক্যাশের হিসাব ক্যাশবুকে লিপিবদ্ধ করার যাবতীয় কাজ:	ব্যাংকে জমাকৃত ক্যাশের জমা ও উত্তোলনসহ বিভিন্ন হিসাব ক্যাশবুকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
১৩।	মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য শাখার অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ের নথিপত্রে মতামত প্রদান করার কাজ:	মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য শাখায় অর্থনৈতিক বিষয়ের হিসাব শাখায় প্রেরণকৃত নথিতে বিভিন্ন সময়ে মতামত প্রদানের কাজ করা হয়েছে।
১৪।	হিসাব শাখায় সংরক্ষিত সকল কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টারসমূহ লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ এর কাজ:	হিসাব শাখায় রক্ষিত সকল বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারসমূহ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।

শাখার নাম ঃ যুব-১

অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৪

ক্রমিক নং	শাখার কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
০১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা আর্থিক সাহায্যের আবেদন সংক্রান্ত।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ০৪ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারির অনুকূলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হতে ৫,০০,০০০/- টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে।
০২	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতের প্রথম শ্রেণির গেজেটেড মর্যাদার/সমমানের কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, ছুটি সংক্রান্ত।	১৩৫ জন কর্মকর্তার অনুকূলে শ্রান্তি বিনোদন ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। ১৫ জন কর্মকর্তার অনুকূলে বিভিন্ন কারণে অর্জিত ছুটির আদেশ জারী করা হয়েছে। ০৪ জন কর্মকর্তাকে বহি: বাংলাদেশ ছুটির আদেশ জারি করা হয়েছে।
০৩	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সমাপ্ত প্রকল্প রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত পদ স্থায়ীকরণ।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ১০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ১৩৮ টি পদের (১ম,২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনীর) স্থায়ীকরণ আদেশ জারি করা হয়েছে
০৪	১ম শ্রেনীর পদে পদোন্নতির আদেশ জারি সংক্রান্ত।	বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১ম শ্রেণির পদে ২৮ জন কর্মকর্তার অনুকূলে পদোন্নতির আদেশ জারি করা হয়েছে।
০৫	১ম শ্রেনীর কর্মকর্তাদের চাকুরি রাজস্ব খাতে স্থায়ী করণ সংক্রান্ত।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ১০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ১ম ও ২য় শ্রেণির ৪২ জন কর্মকর্তার চাকুরি রাজস্ব খাতে স্থায়ীকরণে সরকারি আদেশ জারী করা হয়েছে।
০৬	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের সিলেকশন ও টাইমস্কেল প্রদান।	১ম ও ২য় শ্রেণীর ৮৪ জন কর্মকর্তার অনুকূলে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল প্রদান করা হয়েছে।
০৭	দক্ষতাসীমা অতিক্রম সংক্রান্ত	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৬৮ জন কর্মকর্তার দক্ষতাসীমা অতিক্রমের সপক্ষে আদেশ জারি করা হয়েছে।
০৮	বেতন সমতাকরণ সংক্রান্ত।	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ২২ জন কর্মকর্তার বেতন সমতাকরণ আদেশ জারি করা হয়েছে।
০৯	বিভাগীয় মামলা।	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ০৭টি বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তি করা হয়েছে।
১০	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সমাপ্ত প্রকল্পের রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত পদ সংরক্ষণ সম্পর্কিত সকল বিষয় ।	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত প্রকল্পের পদ অস্থায়ী সংরক্ষণের আদেশ জারি করা হয়েছে ।
১১	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতে কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের শৃংখলা ও আপিল বিষয়ক বিষয়াদি ।	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ২৬টি আপিল আবেদন নিস্পত্তি।
১২	গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ ।	৪৬ জন কর্মকর্তার বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ করা হয়েছে।
১৩	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরি ।	২১ জন কর্মকর্তার ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়েছে।
১৪	জাতীয় যুব দিবস, ২০১২ ও ২০১৩ উদযাপন সংক্রান্ত।	০১ নভেম্বর/২০১৩ ও ২০১৪ তারিখে জাতীয় যুব দিবস উদযাপন করা হয়েছে।
১৫	বিদেশে যুব প্রতিনিধি প্রেরণ সংক্রান্ত।	প্রতিবেদনাধীন সময়ে ৫টি যুব বিষয়ক প্রতিনিধিদল বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয়েছে।
১৬	জাতীয় যুব নীতি	জাতীয় যুবনীতি যুগোপযোগী করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
১৭	যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ সংক্রান্ত	ভেটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১৮	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বেতন স্কেল উন্নীতকরণ ও পদবি পরিবর্তন।	-

অধিশাখার নাম ঃ যুব-২।

প্রতিবেদনের বছর ঃ ২০১৩-১৪।

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কাজের সংখ্যা/পরিমাণ/জন/অন্যান্য
১.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগ, বদলি ও ছুটিসহ অন্যান্য কার্যাবলী।	**''ছাব্বিশটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন''** শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের সিনিয়র প্রশিক্ষক পদে- ৫ জন কর্মকর্তা-কে বদলির আদেশ জারি করা হয়েছে।
২.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নীতি নির্ধারণ ও অর্থছাড়।	রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য বার্ষিক ক্যালেন্ডার অনুমোদন হয়নি।
৩.	সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় থোক বরাদ্দের অর্থ ছাড় ও পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি।	সমাপ্ত ৬ (ছয়) টি উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্বর্তীকালীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২৫৬০.৭৪ (পঁচিশ কোটি ষাট লক্ষ চুয়াত্তর হাজার) টাকা অর্থ ছাড় করা হয়েছে।
৪.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ বিষয়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয়, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এনজিও সমূহের সাথে যৌথ সমন্বিত ও কর্মসূচি পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়াদি।	১. ''যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও মাইডাস'' এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ২. ''যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও VSOB'' এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
৫.	**ন্যাশনাল সার্ভিস ঃ** উচ্চ মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন যুব/যুবমহিলাদের জাতি গঠনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ।	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় নিম্নবর্ণিত জেলাসমূহের ৮টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। ক. রংপুর জেলা ঃ কাউনিয়া, পীরগঞ্জ উপজেলা খ. গাইবান্ধা জেলা ঃ ফুলছড়ি উপজেলা গ. নীলফামারী জেলাঃ ডিমলা উপজেলা ঘ. লালমনিরহাট জেলাঃ হাতিবান্ধা উপজেলা ঙ. দিনাজপুর জেলা ঃ খানসামা উপজেলা চ. ঠাকুরগাঁও জেলাঃ হরিপুর উপজেলা ছ. পঞ্চগড় জেলা ঃ সদর উপজেলা
৬.	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির বাস্তবায়ন	২৭.০২.২০১৩ তারিখে কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি ৭ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ কর্মসূচির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
৭.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ক্ষুদ্রঋণ তহবিল পরিচালনা সংক্রান্ত	ক্ষুদ্রঋণ তহবিল পরিচালনা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
৮.	"শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের আধুনিকায়ন ও মানোন্নয়ন" শীর্ষক কর্মসূচি।	এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত ২০.৪০ লক্ষ টাকা হতে পিপিএনবি মোতাবেক অর্থ ছাড় করা হয়েছে।

শাখা/অধিশাখার নাম ঃ ক্রীড়া-১ শাখা

প্রতিবেদন বছর ঃ ২০১৩-২০১৪

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কাজের সংখ্যা/পরিমাণ/জন/অন্যান্য
১	ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়া সংগঠকদের অনুকূলে অবসরভাতা	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে দেশের ০৭টি বিভাগ হতে প্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ/ক্রীড়া সংগঠকদের অনুকূলে অবসরভাতা মাসিক ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা করে সর্বমোট ৪৫৮ জনকে মোট ৫৫,০০,০০০/- (পঞ্চান্ন লক্ষ) টাকা অবসরভাতা প্রদান করা হয়েছে।
২	বিভিন্ন ইভেন্টে বিভিন্ন ফেডারেশনের অনুকূলে সরকারি আদেশ (জি.ও)	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে জাতীয় দলসহ বিভিন্ন ইভেন্টে বিভিন্ন ফেডারেশনের অনুকূলে ৩২ টি ক্রীড়া দল বিদেশ প্রেরণের সরকারি আদেশ (জি.ও) জারি করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কাজের সংখ্যা/পরিমাণ/জন/অন্যান্য
৩	বিভিন্ন ক্লাব/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারি আদেশ (জি.ও)	২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বিভিন্ন ক্লাব/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট ১,১৫,০০,০০০/-(এক কোটি পনের লক্ষ) টাকা অনুদানের সরকারি আদেশ (জি.ও) জারি করা হয়েছে।
৪	বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহের কার্যক্রম	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহে ক্রীড়া উন্নয়নমূলক কাজে আর্থিক ও প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
৫	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রশাসনিক কার্যক্রম সুসম্পন্নকরণসহ জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সফল আয়োজন ও বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।
৬	পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরেও ৫৪৯টি সরকারি আদেশ জারী করা হয়েছে।
৭	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয় অন্যান্য কার্যাদি	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে।

শাখার নাম ঃ ক্রীড়া-২

অর্থ বছর ঃ ২০১৩-২০১৪

ক্রমিক নং	কার্যাবলি	সম্পাদিত কার্যাবলি
১	বিকেএসপি এবং ক্রীড়া পরিদপ্তর এর কর্মকর্তা/ কর্মচারিগণের নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান।	০৩ (তিন) জন ১ম শ্রেণি ০১ (এক) জন ৩য় শ্রেণি ০২ (দুই) জন ৪র্থ শ্রেণি
২	পদোন্নতি, টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান।	০১ (এক) জন কর্মকর্তাকে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ০১ (এক) জন কর্মকর্তাকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে।
৩	শৃঙ্খলা ও আপিল।	০১ (এক) জন কর্মকর্তার প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-১ এ মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৪	অবসরসংক্রান্ত কার্যক্রম।	০১ (এক) জন পেনশন ভোগরত কর্মকর্তার মৃত্যুজনিত কারণে তাঁর স্ত্রীর নামে পেনশন মঞ্জুরি করা হয়েছে। ০৩(তিন) জন কর্মকর্তাকে পি, আর,এল মঞ্জুরি করা হয়েছে।
৫	শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা প্রদান।	১১ (এগার) জন কর্মকর্তাকে শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে।
৬	বদলী ও অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান।	০৬ (ছয়) জন কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। ১২ (বার) জন কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
৭	বিদেশ ভ্রমণের জন্য ছুটি প্রদান।	৩০ (ত্রিশ) জন কর্মকর্তা ও ৮৫ (পঁচাশি) জন খেলোয়াড়কে বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
৮	বিকেএসপি ও ক্রীড়া পরিদপ্তরের বছরভিত্তিক পদ সংরক্ষণ।	৩৩৪ (তিনশত চৌত্রিশ) টি পদ বছরভিত্তিক সংরক্ষণ করা হয়েছে।
৯	বিকেএসপি ও ক্রীড়া পরিদপ্তরের পদ স্থায়ীকরণ।	১০০ (একশত)টি পদ স্থায়ীকরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১০	ক্রীড়া পরিদপ্তরের ক্রীড়া সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য অর্থ ছাড়করণ।	৩,২০,০০,০০০/-(তিন কোটি বিশ লক্ষ) টাকা ক্রীড়া সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য ছাড় করা হয়েছে।
১১	ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থের বিভাজনসহ অনুমোদন।	ক্রীড়া পরিদপ্তরাধীন ক্রীড়া কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১,৫৪,০০,০০০/- (এক কোটি চুয়ান্ন লক্ষ) টাকা অর্থের বিভাজনসহ অনুমোদন করা হয়েছে।
১২	বিকেএসপি'র কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বেতন-ভাতা ও প্রশিক্ষণ বাবদ অর্থ ছাড়করণ।	২২,২৫,০০,০০০/-(বাইশ কোটি পঁচিশ লক্ষ) টাকা অর্থ ছাড় করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কার্যাবলি	সম্পাদিত কার্যাবলি
১৩	বিকেএসপি'র জন্য পদসৃষ্টি	বিকেএসপি'র রাজস্ব খাতে ১০০ (একশত)টি পদসৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
১৪	ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি বাস্তবায়ন।	বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
১৫	মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারিদের চাকুরী হতে অবসরের বয়স বৃদ্ধিকরণ।	০১ (এক) জন কর্মচারির চাকুরি হতে অবসরের বয়স বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১৬	শারীরিক শিক্ষা কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান।	২১৬ (দুইশত ষোল) জন ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি প্রদানের অনুমতি দেয়া হয়েছে।
১৭	কর্মকর্তা কর্মচারিদের প্রশিক্ষণের অনুমোদন ও অর্থ ছাড়করণ।	কর্মকর্তা কর্মচারিদের প্রশিক্ষণের অনুমোদন ও অর্থ ছাড় করা হয়েছে।
১৮	নিয়োগ বিধি সংশোধন সংক্রান্ত।	বিকেএসপি'র সংশোধিত নিয়োগ প্রবিধানমালা চূড়ান্ত করে গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে ও ক্রীড়া পরিদপ্তরের নিয়োগ বিধিমালা সংশোধন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
১৯	বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের MOU /দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সংক্রান্ত।	বাংলাদেশের সাথে দু'টি দেশের MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ০৩(তিন)টি দেশের সাথে সাংস্কৃতিক চুক্তি কার্যক্রমের সাথে যুব ও ক্রীড়া সংক্রান্ত চুক্তি করা হয়েছে।
২০	দপ্তর ও এর প্রাঙ্গণের ব্যবস্থাপনা, পরিচর্যা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা।	দপ্তর ও এর প্রাঙ্গণ ব্যবস্থাপনা, পরিচর্যা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয়েছে এবং নিজস্ব উদ্যোগে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

যুব কল্যাণ তহবিল

ভূমিকা ঃ

নির্বাচিত যুব সংগঠনগুলোকে প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদান এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য যুবদেরকে পুরস্কৃত করার উদ্দেশে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় **যুব কল্যাণ তহবিল** গঠন করা হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

যুবদের অনুদান ও পুরস্কৃত করাসহ যুব সংগঠনসমূহকে প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদানপূর্বক যুব সংগঠনের মাধ্যমে যুব সমাজকে আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এ তহবিলের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

বর্তমান মূলধন ও ব্যবহার ঃ

যুব কল্যাণ তহবিলের বর্তমান মূলধন ১৫.০০ (পনের) কোটি। এ অর্থ সোনালী ব্যাংকের স্থায়ী মেয়াদী আমানত হিসাবে গচ্ছিত রাখা আছে এবং বছরওয়ারী প্রাপ্ত মুনাফা দ্বারা নিয়মানুযায়ী যুব সংগঠনকে প্রকল্পভিত্তিক অনুদান/যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়।

তহবিল পরিচালনা পদ্ধতি ঃ

যুব কল্যাণ তহবিল পরিচালনার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যুব কল্যাণ তহবিল পরিচালনা বোর্ড রয়েছে। অনুদান/পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে সুপারিশ প্রদানের জন্য ১২ সদস্য বিশিষ্ট যুব কল্যাণ তহবিল সিলেকশন কমিটি রয়েছে। এ তহবিল পরিচালনার ক্ষেত্রে যুব কল্যাণ তহবিল পরিচালনা বোর্ডই চূড়ান্ত ক্ষমতাবান।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের কার্যক্রম ঃ

দেশের আত্মকর্মী যুব সংগঠনসমূহ কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়নের স্বীকৃতি স্বরূপ যুব কল্যাণ তহবিল হতে ২০১১-২০১২ ও ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের অনুদান একত্রে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে নির্বাচিত ৯৮৪টি যুব সংগঠনকে জাতীয় যুব দিবস ২০১৩ উপলক্ষে ০১ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখ জেলা/উপজেলা পর্যায়ের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুদানের চেক প্রদান

করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে মোট ১,৬০,০০,০০০/-(এক কোটি ষাট লক্ষ) টাকার প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে অনুদানের বিজ্ঞপ্তি তিনটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অনুদানের বিজ্ঞপ্তি এবং বিনামূল্যে বিতরণের জন্যে অনুদানের আবেদন ফরম যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা/উপজেলা কার্যালয়সহ জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর প্রেরণ করা হয়। অন্যদিকে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে আবেদন ফরম সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গঠিত জেলা প্রাথমিক যাচাই বাছাই কমিটির মাধ্যমে যুব সংগঠনের ২৩৬৪টি আবেদনপত্র পাওয়া যায়। উক্ত আবেদনপত্র যাচাই বাছাইন্তে যুব সংগঠন নির্বাচনের জন্য গত ১৯ মে, ২০১৪ তারিখ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে যুব কল্যাণ তহবিল সিলেকশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সিলেকশন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৭৮৪টি সংগঠন নির্বাচনের জন্যে মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব(যুব) এর নেতৃত্বে ৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট বাছাই উপ-কমিটি গঠন করা হয়। বাছাই উপ-কমিটির কার্যক্রম বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে। যুব কল্যাণ তহবিল পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে সহসাই নির্বাচিত ৭৮৪টি সংগঠনকে মোট ১,৬০,০০,০০০/- (এক কোটি ষাট লক্ষ) টাকার অনুদান প্রদান করা হবে।

শাখা/অধিশাখার নাম ঃ **পরিকল্পনা অধিশাখা**

প্রতিবেদনের বছর ঃ ২০১৩-১৪

পরিকল্পনা অধিশাখা ঃ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অধিশাখা যুব ও ক্রীড়া সেক্টরের উন্নয়ন ও প্রকল্প/কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট সমুদয় কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। অধিশাখার আওতায় রয়েছে ৪টি শাখা। শাখাসমূহ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, অর্থছাড়, জনবল নিয়োগ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাদিসহ বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে। অধিশাখার অধীন শাখাসমূহের কার্যবন্টন এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

পরিকল্পনা শাখা-০১		
ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
০১	পরিকল্পনা শাখা-৩ এর সাথে যৌথভাবে মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক, দ্বি-বার্ষিক, ত্রি-বার্ষিক (MTBF), পঞ্চবার্ষিক ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন।	২০১৩-১৪ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পর্কিত কার্যাবলি সম্পন্ন করা হয়েছে।
০২	সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে যুব উন্নয়ন সেক্টরের প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন ও সংশোধনের পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান, প্রণীত প্রকল্পসমূহের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমোদনের নিমিত্ত প্রক্রিয়াকরণ।	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অংশের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পন্ন করা হয়েছে।
০৩	যুব উন্নয়ন সেক্টরের প্রকল্পসমূহ বিবেচনা/সুপারিশ/ অনুমোদন সম্পর্কিত বাছাই কমিটির সভা/পিইসি/ এসপিইসি সভার কার্যক্রম।	২০১৩-১৪ সালের এডিপিভুক্ত যুব খাতের সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্য গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির যাচাই বাছাই সিইসি সভা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদান এবং উক্ত সভার কার্যপত্র ও কার্যবিবরণী প্রণয়ন করা হয়েছে।
০৪	পরিবীক্ষণ ও সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক যুব সেক্টরের প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং ও মূল্যায়ন।	পরিবীক্ষণ ও সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক যুব সেক্টরের প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভিন্ন সংস্থা/দপ্তর (যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, আইএমইডি ও মন্ত্রণালয়) কর্তৃক করা হচ্ছে।
০৫	যুব উন্নয়ন সেক্টরের সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পে সমাপ্তি উত্তর মূল্যায়ন (পোস্ট ইভালুয়েশন)।	যুব উন্নয়ন সেক্টরের সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পে সমাপ্তি উত্তর মূল্যায়ন (পোস্ট ইভালুয়েশন) করা হয়।
০৬	যুব উন্নয়ন সেক্টরের কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (টিপিপি) এর যাবতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন।	মাঠ পর্যায়ের প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিদর্শন, মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভা এবং এম আই এস প্রতিবেদন পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রস্তাবিত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের DPP / TPP ও কর্মসূচির PPNB প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।
০৭	উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ক ফিজিবিলিটি স্টাডি ও অন্যান্য কার্যক্রম।	যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে প্রকল্প বিষয়ক ফিজিবিলিটি স্টাডি ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
০৮	বিভিন্ন প্রকল্পের মূল্যায়নের লক্ষ্যে উপদেষ্টা ফার্ম নিয়োগের ক্ষেত্রে ToR প্রণয়ন এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রদান।	বিভিন্ন প্রকল্পের মূল্যায়নের লক্ষ্যে উপদেষ্টা ফার্ম নিয়োগের ক্ষেত্রে ToR প্রণয়ন এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রদান করা হয়।
০৯	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির নিমিত্ত যোগাযোগ।	যুব উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তা লাভের নিমিত্ত অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়।
১০	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ বরাদ্দ ও অবমুক্তি সংক্রান্ত কার্যাদি।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে অর্থবরাদ্দ এবং অবমুক্ত করা হয়।
১১	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্প/কর্মসূচির দেশি/বিদেশি পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্প/কর্মসূচির দেশি/বিদেশী পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম করা হয়।
১২	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
১৩	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রি-সভা কমিটির বিবেচনার জন্য সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে অংশগ্রহণ।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
১৪	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, অর্থ অবমুক্তকরণ এবং কর্মসূচি পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।	অর্থ বরাদ্দ, ছাড়, প্রক্রিয়াকরণ ও জনবল নিয়োগের কাজ করা হয়।
১৫	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প/ কর্মসূচিসমূহের জনবলের পদ সৃজন ও সংরক্ষণ।	২৯টি পদ সৃজন ও সংক্ষরণ করা হয়।
১৬	যুব সেক্টরের উন্নয়ন প্রকল্পের সংশোধন প্রস্তাব পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে ডিপিইসি সভায় উপস্থাপন বা পরিকল্পনা কমিশনের বিবেচনার জন্য প্রেরণ।	প্রকল্পের ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সে মোতাবেক প্রকল্প সংশোধন করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।
১৭	প্রকল্প/কর্মসূচির অধীন বিদেশ গমনের জিও জারী।	যুব সেক্টরে প্রকল্প/কর্মসূচির অধীনে কেউ বিদেশ গমন করে নাই।
১৮	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত দায়িত্ব।	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করা হয়েছে।

পরিকল্পনা শাখা-০২		
ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
০১	উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রণয়নে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে পরামর্শ ও সহায়তাদান এবং উক্ত সংস্থার প্রণীত প্রকল্পসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ।	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে প্রণীত প্রকল্পসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমোদনের নিমিত্ত প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে।
০২	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নতুন প্রকল্পসমূহ বিবেচনা/ সুপারিশ/অনুমোদন সম্পর্কিত বাছাই কমিটির সভা/ পিইসি/এসপিইসি/ডিপিইসি সভার কার্যক্রম।	বাছাই কমিটির সভা/পিইসি/এসপিইসি/ডিপিইসি সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়েছে।
০৩	উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন।	প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
০৪	উন্নয়ন প্রকল্পের সংশোধন প্রস্তাব পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে ডিপিইসি কমিটির সভায় উপস্থাপন বা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।	অনুমোদিত প্রকল্পের ডিপিপি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের প্রেরণ করা ছাড়াও ক্রীড়া সেক্টরে এডিপি বহির্ভূত অনুমোদিত কতিপয় প্রকল্পের ডিপিপি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পরবর্তী এডিপি'তে অন্তর্ভুক্তকরণ ও অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
০৫	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রকল্প/কর্মসূচির দেশি/ বিদেশি পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।	দেশি/বিদেশি পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
০৬	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।	জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
০৭	উন্নয়ন সহযোগীদের বৈঠকে উপস্থাপনের নিমিত্তে প্রতিবেদন প্রণয়ন।	প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
০৮	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পসমূহ মূল্যায়ন (পোস্ট ইভালুয়েশন)। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও পিইসি সভার আহ্বান ও কার্যক্রম ।	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পসমূহ মূল্যায়ন (পোস্ট ইভালুয়েশন) করা হয়েছে এবং প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি ও পিইসি সভা আহ্বান করা হয়েছে।
০৯	উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের মনিটরিং ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিন পরিদর্শন ও মূল্যায়ন।	সরেজমিনে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করা হয়েছে।
১০	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের (টিপিপি) বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কাজ।	গত অর্থবছরে কোন কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের (টিপিপি) বাস্তবায়নাধীন ছিল না বিধায় এ সংক্রান্ত কোন কাজ করা হয়নি।
১১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়াদি।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ০১টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং ২টি প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১২	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি।	২০১৩-১৪ অর্থবছরে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বরাদ্দ ছিল ১১৩৪১.২৭ লক্ষ টাকা এবং অর্থ ছাড় করা হয়েছিল ১১২১৯.২৭ (৯৮.৯২%) লক্ষ টাকা।
১৩	ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে অংশগ্রহণ।	মিরপুর শেরে-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম উন্নয়নের জন্য গৃহীত প্রকল্পের অনুকূলে সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন করে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে প্রেরণ করা হয়েছে এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
১৪	রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, অর্থ অবমুক্তকরণ এবং কর্মসূচি পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।	১টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ৫টি কর্মসূচির অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে।
১৫	উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের জনবল সংক্রান্ত পদ সৃজন ও সংরক্ষণ।	পদসৃজন ও সংরক্ষণ করা প্রয়োজন হয়নি।
১৬	প্রকল্প/কর্মসূচির অধীন বিদেশ গমনের জিও জারি।	প্রকল্প/কর্মসূচির অধীন বিদেশ গমনের জন্য ০২টি জিও জারি করা হয়েছে।
১৭	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত দায়িত্ব।	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করা হয়েছে।

পরিকল্পনা শাখা-০৩		
ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
০১	পরিকল্পনা-১ শাখার সাথে যৌথভাবে বার্ষিক, ত্রি-বার্ষিক, পঞ্চ-বার্ষিক ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন।	বার্ষিক সহ বিভিন্ন স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রতিবেদন/পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।
০২	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রক্রিয়াকরণ এবং এ সংশ্লিষ্ট পিইসি/ স্টিয়ারিং/পিআইসি ইত্যাদি কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি।	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রক্রিয়াকরণ এবং এ সংশ্লিষ্ট পিইসি/ স্টিয়ারিং/পিআইসি ইত্যাদি কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যাবলী নিয়মিত সম্পন্ন করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
০৩	প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক মনিটরিং ও মূল্যায়ন এবং সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পের সমাপ্তি উত্তর মূল্যায়ন (পোস্ট ইভালুয়েশন)।	সমাপ্তি উত্তর মূল্যায়ন (পোস্ট ইভালুয়েশন) সম্পন্ন করা হয়েছে।
০৪	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন ক্রীড়া সেক্টরের প্রকল্পসমূহ বিবেচনা/ সুপারিশ/অনুমোদনের ব্যাপারে পিইসি/এসপিইসি সভার কার্যপত্র ও আলোচ্যসূচি প্রণয়ন এবং কার্যাবলি লিপিবদ্ধকরণ।	যাচাই কমিটির সভার কার্যপত্র ও আলোচ্যসূচি প্রণয়ন এবং কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধকরণ করা হয়েছে।
০৫	এনইসি/একনেক-এর সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং তা এনইসি/একনেক-কে অবহিতকরণ।	পরিবীক্ষণ এবং এনইসি/একনেক-কে অবহিতকরণ করা হয়েছে।
০৬	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত মন্তব্য ও সুপারিশ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।	পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদত্ত মন্তব্য সুপারিশ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
০৭	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প/ কর্মসূচির দেশি/ বিদেশী পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কাযক্রম।	দেশি/বিদেশী পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম করা হয়েছে।
০৮	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রকল্পসমূহের প্রকল্প পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
০৯	মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনার জন্য বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ক্রয়সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে অংশগ্রহণ।	ক্রয়সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
১০	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, অর্থ অবমুক্তকরণ এবং কর্মসূচি পরিচালকসহ জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।	রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় নাই।
১১	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের জনবল সংক্রান্ত পদ সৃজন ও সংরক্ষণ।	পদসৃজন ও সংরক্ষণ প্রয়োজন হয় নাই।
১২	প্রকল্প/কর্মসূচির অধীন বিদেশ গমনের জিও জারি।	প্রকল্প/কর্মসূচির অধীন বিদেশ গমনের জন্য ০২টি জিও জারি করা হয়েছে।
১৩	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত দায়িত্ব।	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করা হয়েছে।

পরিকল্পনা শাখা-০৪		
ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
০১	ক্রীড়া পরিদপ্তর সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণের জন্য ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি, প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, অর্থ অবমুক্তিকরণ ও জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।	২০১৩-১৪ অর্থবছরে কোন প্রকল্প গৃহীত হয়নি বিধায় এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যাবলী গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়নি।
০২	নির্ধারিত ছকে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের উপর মাসিক, ত্রৈ-মাসিক এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তা সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ।	২০১৩-১৪ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাব প্রণয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কার্যাদি	সম্পাদিত কার্যাদি
০৩	এডিপি ও আরএডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক, ত্রৈ-মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ।	এডিপি ও আরএডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক, ত্রৈ-মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়।
০৪	একনেক-এর বৈঠকে পর্যালোচনার নিমিত্ত আইএমইডি-এর নির্ধারিত ছকে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রণয়ন।	আইএমইডি-এর নির্ধারিত ছকে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।
০৫	মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক পরিদর্শিত হলে উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রদান।	২০১৩-১৪ অর্থ বছরে কোন প্রকল্প গৃহীত হয়নি বিধায় এতদসংক্রান্ত, কোনো কাজ করা হয়নি।
০৬	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন অর্থ মন্ত্রণালয় এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ।	২০১৩-১৪ অর্থ বছরে কোন প্রকল্প গৃহীত হয়নি বিধায় উক্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়নি।
০৭	দারিদ্র বিমোচনের জন্য ব্যাংক ঋণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ।	২০১৩-১৪ অর্থ বছরে কোন প্রকল্প গৃহীত হয়নি ।
০৮	WID (Women in Development) সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রণয়ন ও এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা।	মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন মহিলা উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মকান্ডের প্রতিবেদন তৈরি এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৯	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ।	২০১৩-১৪ অর্থবছরে কোন প্রকল্প গৃহীত হয়নি বিধায় প্রয়োজন পরে নাই।
১০	অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রণয়নের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রণয়ন।	মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
১১	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি/দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটিতে অংশগ্রহণ।	ক্রীড়া পরিদপ্তরের প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন না থাকায় এ সংক্রান্ত কার্যক্রম করা হয় নাই।
১২	প্রকল্প/কর্মসূচির অধীন বিদেশ গমনের জিও জারি।	ক্রীড়া পরিদপ্তরের প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন না থাকায় জিও জারি করা হয়নি।
১৩	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত দায়িত্ব পালন।	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যুব উন্নয়ন অধিপ্তর

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন

১৯৮১ সাল থেকে জুন ২০১৪ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্প ও রাজস্ব কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে ৪২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪৬২ জন যুবক ও যুবমহিলাকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং উক্ত প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে একই সময়ে ২০ লক্ষ ০৩ হাজার ৫২৮ জন যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে সক্ষম হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ০১ লক্ষ ৯১ হাজার ৩০৩ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। অধিদপ্তরের ঋণ কর্মসূচির শুরু হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত ০৮ লক্ষ ১৩ হাজার ৮৯৭ জন উপকারভোগীকে ১২৫৯ কোটি ১৫ লক্ষ ০৭ হাজার টাকা ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৩-২০১৪ সালে ১৭ হাজার ১৮৭ জন উপকারভোগীর মধ্যে ৮৮ কোটি ৮৪ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের গড় হার ৯৪%। আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পে নিয়োজিত যুবদের মাসিক গড় আয় ৩০০০/- টাকা থেকে ৫০,০০০/- হাজার টাকা পর্যন্ত। অনেক সফল আত্মকর্মী মাসে লক্ষাধিক টাকা আয় করে থাকে। এছাড়া, অনেক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুবমহিলা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরী লাভ করেছেন এবং মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে চাকুরী লাভে সক্ষম হয়েছেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বার্ষিক রাজস্ব বাজেট ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ১২৩ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে জুন ২০১৪ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১২১ কোটি ৯৪ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা (৯৮.৬৪%)।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উন্নয়ন খাতে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের পরিমাণ ৯৭ কোটি ৬৯ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা। এর মধ্যে জুন ২০১৪ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৯৭ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা (৯৯.৭৩%)।

বাস্তবায়নাধীন রাজস্ব কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ ঃ

০১। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ঃ

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত আগ্রহী বেকার যুবক/যুবমহিলাদের জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ন্যাশনাল সার্ভিস সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত একটি কর্মসূচি। এ কর্মসূচি প্রাথমিকভাবে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়ন শুরু হয়। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষিত বেকার যুবক/যুবমহিলাদের দশটি সুনির্দিষ্ট মডিউলে তিন মাস মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের পর জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী দৈনিক ১০০/- টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা এবং প্রশিক্ষণোত্তর অস্থায়ী কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার পর দৈনিক ২০০/- টাকা হারে কর্মভাতা প্রদান করা হয়। কর্মভাতা হতে প্রত্যেকে মাস শেষে ৪০০০ টাকা নগদ পায় এবং অবশিষ্ট ২০০০ টাকা সংশ্লিষ্টদের ব্যাংক হিসাবে জমা থাকে যা অস্থায়ী কর্মের মেয়াদ পূর্তিতে ফেরত প্রদান করা হয়। মেয়াদ পূর্তির পর বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ১৩১৬ জনের কর্মসংস্থান এবং ৩৯৫৭ জনের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে রংপুর বিভাগের ৭টি জেলার ৮টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সম্প্রসারণ করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে অস্থায়ী কর্মসংস্থানের মেয়াদ ২০১৫ এ সমাপ্ত হবে। অস্থায়ী কর্মসংস্থান উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ স্টেশন, স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, পৌরসভা, ইউপি পরিষদ, উপজেলা হাসপাতাল, ক্লিনিক, ব্যাংক ও বিভিন্ন সেবামূলক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সৃষ্টি করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ কর্মসূচি দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হবে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
জুন ২০১৪ পর্যন্ত পাইলট কর্মসূচির আওতায় মোট প্রশিক্ষণের	৬৪৭৪৮ জন	৫৬৮০১ জন
জুন ২০১৪ পর্যন্ত পাইলট কর্মসূচির আওতায় মোট অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি	৫৬৮০১ জন	৫৬০৫৪ জন
জুন ২০১৪ পর্যন্ত পাইলট কর্মসূচির আওতায় মোট বরাদ্দের	৯৭৮৬৮.০০ লক্ষ টাকা।	৮৪৮২৬.০০ লক্ষ টাকা।
জুন ২০১৪ পর্যন্ত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ২য় পর্বের আওতায় মোট প্রশিক্ষণের	১৬০৩৬ জন	১৪৫১৮ জন
জুন ২০১৪ পর্যন্ত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ২য় পর্বের আওতায় মোট অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১৪৫১৮ জন	১৪৪৬৭ জন
জুন ২০১৪ পর্যন্ত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ২য় পর্বের আওতায় মোট বরাদ্দের	১০৮৫২.০০ লক্ষ টাকা।	১০৪৪৫.০০ লক্ষ টাকা।

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচীর প্রশিক্ষণ, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ।

০২। পরিবার ভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি ঃ

গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন ও দরিদ্র জনসাধারণের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে রাজস্ব খাতের আওতায় স্থায়ীভাবে ''পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি'' নামে একটি কর্মসূচি দেশের ২৫৭টি নির্ধারিত উপজেলায় চালু রয়েছে। পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে বেকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি । পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় একই পরিবারের অথবা নিকট আত্মীয় বা প্রতিবেশী পরিবারের পরস্পরের প্রতি আস্থাভাজনদের নিয়ে ৫ সদস্যের গ্রুপ গঠন করা হয়। একই গ্রামের স্থায়ী নিবাসী এরূপ ৮ থেকে ১০টি গ্রুপ নিয়ে একটি কেন্দ্র গঠিত হয়। কেন্দ্রের প্রত্যেক সদস্যকে ১ম, ২য় ও ৩য় দফায় যথাক্রমে ১০০০০/-, ১৫০০০/- ও ২০০০০/- টাকা হারে ঋণ প্রদান করা হয়। গ্রেস পিরিয়ড অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের প্রস্তুতি সময় অতিক্রম করার পর সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণের অর্থ আদায় করা হয়। মূলধন পাওনার উপর ১০% (ক্রমহ্রাসমান) হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। এখানে সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধিত আসলের উপর পরবর্তীতে আর কোন সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয় না বিধায় মেয়াদ শেষে গড় সার্ভিস চার্জের হার প্রকৃত হিসেবে ৫% দাঁড়ায়। ঋণ আদায়ের হার ৯৬%।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
পরিবারভিত্তিক কর্মসূচির মোট মূলধন	১৫৯৪৭.৯৯ লক্ষ টাকা।	৪৯৫৭.৯৩ লক্ষ টাকা।
জুন, ২০১৪ পর্যন্ত সার্ভিস চার্জ	৬৫৩৮.৪৮ লক্ষ টাকা।	৬৫৩৮.৪৮ লক্ষ টাকা।
সার্ভিস চার্জসহ মোট ঋণ তহবিল	১১৪৯৬.৪১ লক্ষ টাকা।	১১৪৯৬.৪১ লক্ষ টাকা।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ	৪৮৩.২০ লক্ষ টাকা।	১৭৭৪.৭০ লক্ষ টাকা।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে উপকারভোগী	৬,০৪০ জন।	৬,৭২৩ জন।
ঋণ কর্মসূচির শুরু থেকে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ	৬৯৮৩৮.০৮ লক্ষ টাকা।	৫৫৭৮০.৭৪ লক্ষ টাকা।
ঋণ কর্মসূচির শুরু থেকে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত উপকারভোগী	৫,৯৯,২২১ জন।	৫,২৫,৫৮৫ জন।

০৩। যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি ঃ

যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ ও ঋণ সহায়তাদান এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এ কর্মসূচির আওতায় দেশের ৬৪টি জেলা ও ৪৯৫টি উপজেলায় (১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানাসহ) কার্যক্রম রয়েছে। পোশাক তৈরি, ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং, মৎস্য চাষ, মডার্ন অফিস ম্যানেজমেন্ট এণ্ড কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এ কর্মসূচির আওতায় প্রতিটি জেলায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম রয়েছে। এ ছাড়া স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেডে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৪৯৫টি উপজেলায় (১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানাসহ) ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষিত বেকার যুবদেরকে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক/ অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে একক (ব্যক্তিকে) ঋণ প্রদান করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে একজন প্রশিক্ষিত যুবককে ৫০,০০০/- থেকে ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে ৩০,০০০/- থেকে ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। গ্রেস পিরিয়ড অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের প্রস্তুতি সময় অতিক্রম করার পর বিভিন্ন ট্রেডের জন্য নির্ধারিত মেয়াদে মাসিক কিস্তিতে ঋণের অর্থ আদায় করা হয়। মঞ্জুরিকৃত ঋণ পাওনার উপর ১০% (ক্রমহ্রাসমান) হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। ঋণ আদায়ের হার ৯১%।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত
কর্মসূচির আওতায় মোট যুবঋণ	১৭৫০০.০০ লক্ষ টাকা।	১১৫৬০.৭২ লক্ষ টাকা।
জুন, ২০১৪ পর্যন্ত সার্ভিস চার্জ	৯২৭৪.৮৩ লক্ষ টাকা।	৯২৭৪.৮৩ লক্ষ টাকা।
সার্ভিস চার্জসহ মোট ঋণ তহবিল	২০৮৩৫.৫৫ লক্ষ টাকা।	২০৮৩৫.৫৫ লক্ষ টাকা।
জুন, ২০১৪ পর্যন্ত পর্যন্ত মোট ঋণ বিতরণ	৭৪১০৪.৫২ লক্ষ টাকা।	৭০১৩৪.৩৩ লক্ষ টাকা।
জুন, ২০১৪ পর্যন্ত মোট উপকারভোগী	৪,৬১,৭৯০ জন।	২,৮৮,৩১২ জন।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ	৭৫১৬.৮০ লক্ষ টাকা।	৭১০৯.৭৫ লক্ষ টাকা।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে উপকারভোগী	১৭,৬১৬ জন।	১০,৪৬৪ জন।
ক্রমপুঞ্জিত প্রশিক্ষণ	২৬,৯৫,৫৫৩ জন।	২৩,৭৩,৬২৩ জন।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	৭০,৮৪০ জন।	৫৫,৫৫৬ জন।
ক্রমপুঞ্জিত আত্মকর্মসংস্থান	১৭,৬৫,৬২৪ জন।	১৫,১৯,০৭৭ জন।

রেডিও টিভি বিষয়ক প্রশিক্ষণরত ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ, ঢাকা।

রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনার বিষয়ক প্রশিক্ষণরত ছাত্রবৃন্দ, ঢাকা।

সফল আত্মকর্মী যুব মহিলারা নক্সী কাঁথা সেলাই করছেন, খুলনা।

একজন সফল আত্মকর্মী যুবকের পোল্ট্রি খামার, খুলনা।

০৪। একুশটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ

বেকার যুবক ও যুবমহিলাকে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী পালন ও মৎস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের মূল উদ্দেশ্য। বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের গবাদিপশু পালন, হাঁস-মুরগী পালন ও মৎস্যচাষ বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত দুই মাস ১৫ দিন মেয়াদি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া কৃষি বিষয়ক ৭টি ট্রেডে এক মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যুবদেরকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রকল্পের সম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কেও জ্ঞানদান করা হয়।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	৬,৯৩০ জন।	৬,০৮৫ জন।

০৫। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের পেশাগত মান উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে সাভারে ১৯৯২ সালে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। উপজেলা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে এর কার্যক্রম রাজস্ব খাতের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত মান উন্নয়ন ও দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া এ কেন্দ্রের মাধ্যমে নিয়মিত কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১,৮২০ জন।	১,০২৫ জন।

০৬। আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র ঃ

মাঠ পর্যায়ে ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ, ঋণ ব্যবস্থাপনা, ঋণ ব্যবহার, স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার সাভার, সিলেট, রাজশাহী ও যশোরে ১৯৯২ সালে ৪টি আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। উপজেলা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে এর কার্যক্রম রাজস্ব খাতের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সকল কেন্দ্রের মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের ঋণ ব্যবহার, তদারকি, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার, পণ্য বাজারজাতকরণ বিষয়ে পরামর্শসহ উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের গড়ে তোলার জন্য শুরু থেকে কাজ করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	৪৮০ জন।	৪৮০ জন।

বাস্তবায়নাধীন সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ ঃ

০১। সমাপ্ত বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব) ঃ

এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৬ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম থোক বরাদ্দের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে এবং প্রকল্পের জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। দেশের শিক্ষিত বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার, গ্রাফিক ডিজাইন, রেফ্রিজারেশন এণ্ড এয়ারকন্ডিশনিং, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড হাউজওয়্যারিং ইত্যাদি ট্রেডে শিক্ষিত বেকার যুবদেরকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ১ম পর্বে মার্চ/৯৩ থেকে জুন/৯৮ পর্যন্ত ৫১২৭ জন শিক্ষিত বেকার যুবকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। জুলাই/৯৮হতে জুন/২০০৬ সাল মেয়াদে প্রকল্পটির ২য় পর্ব বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ অত্যধিক বিবেচিত হওয়ায় ২য় পর্বে প্রকল্পের কার্যক্রম পূর্বের ৫টি কেন্দ্র থেকে দেশের ৬৪টি জেলায় ৭০টি কেন্দ্রে সম্প্রসারণ এবং কোর্সের মেয়াদ ০৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয়	৩৯৮৭.০০ লক্ষ টাকা ।	৩৬৯০.৭০ লক্ষ টাকা ।
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের মোট	১,২৪,৩২০ জন।	১,২৫,৭০৫ জন।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	৮,৮৪০ জন।	৮,৩৩৭ জন।

০২। সমাপ্ত ২৬টি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প ঃ

এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৬ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম থোক বরাদ্দের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে এবং প্রকল্পের জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। রাজস্ব খাতে পরিচালিত ২১টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাফল্যের প্রেক্ষাপটে আরো ২৬টি জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের গবাদিপশু পালন, হাঁস-মুরগী পালন ও মৎস্য চাষ বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত দুই মাস ১৫ দিন মেয়াদি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যুবদেরকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রকল্পের সম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কেও জ্ঞানদান করা হয়।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয়	১৭০১৪.৮৯ লক্ষ টাকা।	১৬৭৫৩.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের মোট	৯৫,৩৩৫ জন।	৭৯,৪২৮ জন।

০৩। সমাপ্ত শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প ঃ

এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৬ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং প্রকল্পের জনবলসহ কার্যক্রম সম্প্রতি রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরে সরকারের অনুমোদন পাওয়া গেছে। এটি মূলতঃ একটি মানবসম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠিকে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ এবং যুবসমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন, তাদের নানাবিধ সমস্যার সমাধান ও সামাজিক সংস্কারের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মেলন, সমাবেশ, সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম, গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে **''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র''** স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের যুবসমাজকে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষে নানা রকম মানবীয় গুণাবলি অর্জন সংক্রান্ত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে এবং যুবদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তথ্য বিনিময়, তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা কার্যক্রমকেও প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। কেন্দ্রটিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সমৃদ্ধ করার জন্য সাভার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে আরো অতিরিক্ত ৩(তিন) একর জমি সরকার কর্তৃক বরাদ্দ করা হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয়	২৭১০.২৪ লক্ষ টাকা।	২৬৯৭.০১ লক্ষ টাকা।
প্রশিক্ষিত মোট	১৪,২৩৬ জন।	১৪,২৮৫ জন।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	৬৫০ জন।	৬৪০ জন।

০৪। সমাপ্ত আঠারোটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়ে -৮টি কেন্দ্র)(১ম সংশোধিত) ঃ

এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৭ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম থোক বরাদ্দের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে এবং প্রকল্পের জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। সাতচল্লিশটি জেলার আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পাশাপাশি অবশিষ্ট জেলাসমূহে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে ১ম পর্যায়ে ৮টি জেলায় ৮টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ কেন্দ্রসমূহে ২৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অনুরূপ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয়	৫২৭৯.৮৫ লক্ষ টাকা।	৪৮৩০.৪৭ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণ মোট	১৯,২৭৪ জন।	১২,০৪৬ জন।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	১,৪৪০ জন।	১,২০৫ জন ।

০৫। সমাপ্ত বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন এবং ফেনী, রাজশাহী ও সিলেট যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কার, মেরামত ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ঃ

এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৮ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম থোক বরাদ্দের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে এবং প্রকল্পের জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। এ প্রকল্পের আওতায় বগুড়ায় একটি আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং ফেনী, রাজশাহী ও সিলেট যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সম্প্রাসারণ করা হয়েছে। বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্রের মাধ্যমে যুবসমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক গুণাবলির উন্নয়ন সাধন, যুব কার্যক্রমের উপর বিভিন্ন গবেষণা ও মূল্যায়ন এবং যুবদেরকে সম্পদে রূপান্তরের প্রয়াসে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম, যুব সমাবেশ, প্রকাশনা ও প্রণোদনার ব্যবস্থা রয়েছে ।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয়	১৫৩৯.৬৬ লক্ষ টাকা।	১৪৬৮.২৫ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণ মোট	৪,৪৮০ জন।	৬,১২৯ জন।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	৬০০ জন।	১৯০ জন।

০৬। সমাপ্ত অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেকট্রনিক্স, ৫৫টি জেলায় এয়ার কন্ডিশনিং এন্ড রেফ্রিজারেশন প্রশিক্ষণ কোর্স সম্প্রসারণ প্রকল্প ঃ

এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১১ এ সমাপ্ত হলেও কার্যক্রম থোক বরাদ্দের মাধ্যমে অব্যাহত রয়েছে এবং প্রকল্পের জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। দেশের শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় (ক) ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং ট্রেড (খ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং ট্রেড, এবং (গ) ইলেকট্রনিক্স ট্রেডে দেশের অবশিষ্ট ৪১ ও ৫৫টি জেলায় বেকার যুবদের হাতে কলমে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের মেয়াদ ৬ মাস।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয়	৪২৮০.০০ লক্ষ টাকা ।	৩৯৮২.২২ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণ মোট	৬৩,৪২০ জন।	৫১,১০৬ জন।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	৯,০৬০ জন।	৪,৩৫২ জন।

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ ঃ

০১। অবশিষ্ট ১১টি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প ঃ

বর্তমানে দেশের ৫৩টি জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। অবশিষ্ট ১১টি জেলার বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের গবাদিপশু-হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্যচাষ ও কৃষি বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত তিন মাস মেয়াদি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদান এ প্রকল্পের লক্ষ্য । প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, নেত্রকোনা, জয়পুরহাট, নীলফামারী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও সাতক্ষীরা জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশের ৬৪টি জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে। বর্তমানে নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয় (২০১০-২০১৬)	২০১১২.০০ লক্ষ টাকা ।	৭৬০৭.৯১ লক্ষ টাকা ।
২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ ও ব্যয়	৩১০০.০০ লক্ষ টাকা ।	৩০৯১.৩৩ লক্ষ টাকা ।
জমি অধিগ্রহণ	১০০%	৯০%
ভূমি উন্নয়ন কাজ	১০০%	৫০.৯৪%
অফিস ভবন নির্মাণ কাজ	১০০%	৮১.৮৭%
বাসভবন নির্মাণ কাজ	১০০%	৫৯.৫৬%
ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস, পোল্ট্রিশেড, কাউশেড, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ	১০০%	৩৫.৯৪%

০২। পুরাতন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প ঃ

দেশের সকল জেলায় পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক আবাসিক ও অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে একই ভেন্যুতে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইতোপূর্বে নির্মিত ৫৩টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ২৯টি কেন্দ্রের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধি করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর জেলা পর্যায়ে ভাড়া বাড়িতে পরিচালিত সকল অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসহ উপ-পরিচালকের কার্যালয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে স্থানান্তর করা হবে। প্রকল্পের আওতায় ২৯টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের একাডেমিক ভবন তিন তলা হতে পাঁচ তলায় উন্নীত করা হচ্ছে। এছাড়া, ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস ও কর্মচারীদের বাসস্থানের উর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয় (২০১০-২০১৫)	১২১৭০.১০ লক্ষ টাকা ।	৮৬১৪.৩৭ লক্ষ টাকা ।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বরাদ্দ ও ব্যয়	৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা ।	৩৪৯৮.৩৫ লক্ষ টাকা ।
ভূমি উন্নয়ন কাজ	১০০%	৪৫.৯৪%
অফিস ভবন নির্মাণ কাজ	১০০%	৯৯.১৭%
বাসভবন নির্মাণ কাজ	১০০%	৯০.১৮%
ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস, অভ্যন্তরীণ রাস্তানির্মাণসহ অন্যান্য কাজ	১০০%	৩৯.৭৫%

০৩। কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সম্প্রসারণ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি যুবদের আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনের সহায়ক ভূমিকা পালন করায় বেকার যুবদের জন্য অধিক হারে প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে প্রতি বছর প্রতিটি উপজেলায় ৪৪০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলাকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে স্কুল, মাদ্‌রাসা, ক্লাব, কলেজ ও ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি স্থানে প্রাপ্ত সুবিধা ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা

করা হয়। স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক ০৭, ১৪ ও ২১ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পটি রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, পঞ্চগড় ও নাটোর-এ ৭টি জেলার ৪৬টি উপজেলা বাদে অবশিষ্ট ৫৭টি জেলার ৪৪২টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শেষে ৯,৭২,৪০০ জনের প্রশিক্ষণ ও ৬,৮০,৬৮০ জনের কর্মসংস্থান/ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে । প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ৯৯৯৯.৪১ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। প্রকল্পটি গত ২৪-০১-২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, প্রজনন স্বাস্থ্য, নিরাপদ মাতৃত্ব, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পুষ্টি উন্নয়ন, এইচআইভি, এইডস, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার রোধ, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, নৈতিক অবক্ষয়রোধ, মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন, যুব নেতৃত্বের বিকাশ, অনৈতিক ও সমাজ বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ, গণতন্ত্রায়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। ফলে বেকার যুবরা দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি জীবনদক্ষতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করে তাদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। এ প্রকল্পটি দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৮২,০২০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয় (জানুয়ারি ২০১২- ডিসেম্বর ২০১৭) ১ম সংশোধিত।	১০৫৮২.৬১ লক্ষ টাকা ।	২৩৭৫.৮১ লক্ষ টাকা ।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বরাদ্দ ও ব্যয়	১০০০.০০ লক্ষ টাকা ।	৯৯৩.৮৫ লক্ষ টাকা ।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	৮২,৫২০ জন।	৮২,০২০ জন।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে আত্মকর্মসংস্থান	৬০,৪৯৪ জন।	৫৭,৭১৫ জন।

০৪। উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলার বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প ঃ

উত্তরবঙ্গের রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, পঞ্চগড় ও নাটোর- এ ৭টি জেলার ২৮৭৫০ বেকার যুবক ও যুবমহিলার কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় বেকার যুবদের গ্রুপে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বেকার যুবদের গাভী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, পোল্ট্রি, ছাগল পালন এবং নার্সারি বিষয়ে ১০দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী গ্রুপের প্রত্যেক যুবক/যুবমহিলাকে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ২৫০০০.০০ টাকা করে ঋণ প্রদান করা হয়। প্রকল্পটি গত ১৪-০২-২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয় (ফেব্রুয়ারি ২০১২- জুন ২০১৫)	৬৪৯৬.১৪ লক্ষ টাকা ।	১৫৭০.৬৫ লক্ষ টাকা ।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বরাদ্দ ও ব্যয়	৫৪৪.০০ লক্ষ টাকা ।	৫৪১.৯৬ লক্ষ টাকা ।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	৯২০০ জন।	৯২০০ জন।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ	২৮০.১৫ লক্ষ টাকা ।	২৮০.১৫ লক্ষ টাকা ।
২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে উপকারভোগী সংস্থা	১১২০ জন।	১১২০ জন ।

০৫। ইনোভেটিভ ম্যানেজমেন্ট অব রিসোর্সেস ফর পোভারটি এলিভিয়েশন থ্রু কম্প্রিহেনসিভ টেকনোলজি (ইমপ্যাক্ট) ২য় পর্ব ঃ

গবাদিপশু ও মুরগী পালন বিষয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণকারীদের প্রকল্পের উচ্ছিষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে বায়োগ্যাস উৎপাদন করে জ্বালানী চাহিদা পূরণ করা এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য । প্রকল্পটি গত ২৬-০১-২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরিবেশবান্ধব এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬১টি জেলার ৬২টি উপজেলায় জ্বালানী চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রকল্প মেয়াদে মোট ৩১০০০ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তৈরি করা হবে। এ সকল বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের ফলে স্থানীয়ভাবে পরিবেশের উন্নয়ন ঘটবে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয় (জানুয়ারি ২০১৪- জুন ২০১৮)	৩৭৯৪.৮৬ লক্ষ টাকা ।	৪৯.৩৫ লক্ষ টাকা ।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বরাদ্দ ও ব্যয়	৫৭.২৬ লক্ষ টাকা ।	৪৯.৩৫ লক্ষ টাকা ।

০৬। সুবিধাবঞ্চিত যুবদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প ঃ

দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বেকার যুবদের দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, জাতীয় উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় যুবদেরকে সম্পৃক্ত করা, দরিদ্র যুবদের পরিবার, কর্মক্ষেত্র ও সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধি করা, সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র যুবদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা এবং সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র ৩০% যুবদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এ প্রকল্পের লক্ষ্য । গত ১৯-০৮-২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। Public Private Partnership (PPP) এর আওতায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও স্কীল ডেভেলপমেন্ট ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড ওমেন (এসডিইউডাব্লিউ) যৌথ উদ্যোগে কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কটিয়াদি উপজেলার চান্দুপুর গ্রামে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় একটি একাডেমিক ভবন ও একটি হোস্টেল নির্মাণকাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয় (২০১৩-২০১৬)	১২১৯.৭৬ লক্ষ টাকা ।	৬৪০.০০ লক্ষ টাকা ।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বরাদ্দ ও ব্যয়	৬৪০.০০ লক্ষ টাকা ।	৬৪০.০০ লক্ষ টাকা ।

০৭। সুবিধাবঞ্চিত যুব ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প ঃ

দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বেকার যুবদের দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, জাতীয় উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় যুবদেরকে সম্পৃক্ত করা, দরিদ্র যুব ও কিশোর-কিশোরীদের পরিবার, কর্মক্ষেত্র ও সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র ৩০% যুবদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এ প্রকল্পের লক্ষ্যে । ০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৬ মেয়াদে প্রকল্পটি ১৬৩৮.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য গত ১৪-০৮-২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। Public Private Partnership (PPP) এর আওতায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও দেশ বাংলা কল্যাণ পরিষদ (ডিবিকেপি) যৌথ উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জ জেলাধীন রূপগঞ্জ উপজেলার চুনপাড়া গ্রামে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় একটি একাডেমিক ভবন ও একটি হোস্টেল নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য
মোট প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয় (২০১৩-২০১৬)	১৭৯৮.৬৪ লক্ষ টাকা ।	৯২৮.৫৮ লক্ষ টাকা ।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বরাদ্দ ও ব্যয়	৯২৮.৫৮ লক্ষ টাকা ।	৯২৮.৫৮ লক্ষ টাকা ।

অন্যান্য কার্যক্রম

(ক) **জাতীয় যুব দিবস ঃ** দেশের যুবসমাজের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে তাদেরকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর জাতীয় যুব দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। যে সকল প্রশিক্ষিত সফল যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প স্থাপনে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখতে সক্ষম হন, তাদেরকে জাতীয় যুব দিবসে **জাতীয় যুব পুরস্কার** প্রদান করা হয়। গত বছর ১৫ জন সফল যুবক ও যুবমহিলাকে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ যাবৎ ৩১৫ জন সফল যুবক ও যুব মহিলাকে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

(খ) **আন্তর্জাতিক যুবদিবস ঃ** জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি বছর ১২ আগস্ট পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক যুবদিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।

(গ) **যুব সংগঠন তালিকাভুক্তকরণ ও অনুদান ঃ** যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের প্রধান দায়িত্ব যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের । যুব সংগঠনসমূহকে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আরো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানোর লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এদের তালিকাভুক্ত করে। জুন ২০১৪ পর্যন্ত ১৬,৭৪৩টি যুব সংগঠন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক তালিকাভুক্ত হয়েছে। কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের অনুন্নয়ন খাত থেকে ৭৪টি যুব সংগঠনকে ৭.৪০ লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

ভূমিকা ঃ ১৯৭৪ সনের ৫৭নং আইন বলে গঠিত জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ একটি স্ব-শাসিত বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। দেশের ক্রীড়া প্রশাসনের সুবিস্তৃত কাঠামোতে এই পরিষদ সরকার ও স্বেচ্ছাধর্মী বেসরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন ও আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান। পরিষদ দেশে বিভিন্ন খেলা ও প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড আয়োজনে সহায়তা প্রদান করছে। দেশের বাইরে গমনকারী সকল ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ও ক্রীড়া প্রতিনিধি দলের সরকারি অনুমোদনের ব্যবস্থাও পরিষদ করে থাকে।

পরিষদ ঢাকা শহরের বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, মওলানা ভাসানী স্টেডিয়াম, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়াম, মিরপুরস্থ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সৈয়দ নজরুল ইসলাম সুইমিং কমপ্লেক্স, কর্মকাণ্ডে ক্রিকেট স্টেডিয়াম, তাজউদ্দিন আহমদ ইনডোর স্টেডিয়াম, ধানমন্ডিস্থ ক্রীড়া পরিষদ জিমনেসিয়াম, মিরপুরস্থ ক্রীড়াপল্লী, ধানমন্ডিস্থ সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স, বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম সংলগ্ন আইভি রহমান সুইমিংপুল, প্রধান ভবন, নব নির্মিত ২০ তলা বিশিষ্ট এনএসসি টাওয়ার ভবন ছাড়াও আরো কয়েকটি ক্রীড়া চত্বর ও ভৌত সুবিধাদি সরাসরি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। বিভিন্ন এফিলিয়েটেড ক্রীড়া সংস্থা পরিষদের অনুমতিক্রমে এ সকল ভৌত সুবিধাদি ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে সার্বক্ষণিকভাবে ব্যবহার করে আসছে। এছাড়া জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে রয়েছে ৩৭ জন অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক। তাদের মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে খেলোয়াড়দের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

২। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের গঠন ও কার্যপ্রণালী ঃ

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান হলেও এর একটি সাধারণ পরিষদ ও একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কার্যনির্বাহী পরিষদ রয়েছে। পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের গঠন নিম্নরূপ ঃ

সাধারণ পরিষদ ঃ

১.	মাননীয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	ঃ	সভাপতি
২.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
৩.	৪৫টি জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক	ঃ	সদস্য
৪.	৬৪টি জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
৫.	০৭টি বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
৬.	বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সভাপতি	ঃ	সদস্য
৭.	বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি	ঃ	সদস্য
৮.	সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
৯.	নৌবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
১০.	বিমান বাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
১১.	বাংলাদেশ পুলিশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
১২.	বাংলাদেশ রেলওয়ে ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
১৩.	আন্তঃ বোর্ড (শিক্ষাবোর্ড) ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
১৪.	আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
১৫.	২(দুই) জন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	ঃ	সদস্য
১৬.	সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	ঃ	সদস্য

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সাধারণ পরিষদে প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তি সংগঠনের সর্বমোট সংখ্যা ১২৮ জন

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি ঃ

১.	মাননীয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	ঃ	সভাপতি
২.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী/ সচিব	ঃ	সহ-সভাপতি
৩.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	ঃ	সদস্য
৪.	সভাপতি, প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন	ঃ	সদস্য
৫.	সভাপতি, প্রতিনিধি, বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন	ঃ	সদস্য
৬.	সভাপতি, প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশন	ঃ	সদস্য
৭.	সভাপতি, প্রতিনিধি, বাংলাদেশ এ্যামেচার এ্যাথলেটিকস ফেডারেশন	ঃ	সদস্য
৮.	সভাপতি, প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন	ঃ	সদস্য
৯.	সভাপতি, প্রতিনিধি, বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশন	ঃ	সদস্য
১০.	সভাপতি, প্রতিনিধি, বাংলাদেশ জিমন্যাষ্টিক্স ফেডারেশন	ঃ	সদস্য
১১.	সভাপতি, প্রতিনিধি, বাংলাদেশ শ্যুটিং ফেডারেশন	ঃ	সদস্য
১২.	সভাপতি, প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন	ঃ	সদস্য
১৩.	সভাপতি, প্রতিনিধি, বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশন	ঃ	সদস্য
১৪.	প্রতিনিধি, সেনা ক্রীড়া নিয়ন্ত্রন বোর্ড	ঃ	সদস্য
১৫.	প্রতিনিধি, আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড	ঃ	সদস্য
১৬.	২ (দুই) জন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	ঃ	সদস্য
১৭.	সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	ঃ	সদস্য

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা মোট ১৮জন

এ ছাড়া পরিষদ সদস্যদের মধ্যে থেকে একজন সদস্যকে সরকার কর্তৃক কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ/মনোনীত করা হয়। সরকার তথা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পাশাপাশি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ-এর কাউন্সিল (পরিষদ) ও কার্যনির্বাহী কমিটির সভার সিদ্ধান্তসমূহও বাস্তবায়ন করে থাকে।

৩। **জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কার্যাবলি ঃ**

(ক) বাংলাদেশের ক্রীড়া কার্যক্রমের উন্নয়ন, প্রসার ও সমন্বয়করণ;

(খ) জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা ও অন্যান্য ক্রীড়া সংস্থাকে স্বীকৃতি প্রদান;

(গ) বাংলাদেশের ক্রীড়ার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) আন্তর্জাতিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) বিদেশে খেলায় অংশ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) অধিভুক্ত ক্রীড়া সংস্থাসমূহকে আর্থিক অনুদান ও ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান;

(ছ) দেশব্যাপী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল, জিমনেশিয়াম ও অন্যান্য ক্রীড়া স্থাপনাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(জ) ক্রীড়াঙ্গন থেকে অবসর গ্রহণের পর দুঃস্থ এবং খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের আর্থিক সাহায্য প্রদান;

(ঝ) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার প্রদান;

(ঞ) ক্রীড়া সংস্থা এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ট) ক্রীড়া বিষয়ক পুস্তিকাদি প্রকাশ করা।

সিটিজেন চার্টার

ক্রঃ নং	সেবাসমূহের বিবরণ	সেবা গ্রহনকারী	সেবা দানকারী	প্রার্থীত সেবা পাওয়ার সর্বোচ্চ সময়সীমা	অভিযোগ গ্রহনকারী কর্তৃপক্ষ/কর্মকর্তা	মন্তব্য
১.	বাংলাদেশ ক্রীড়া কার্যক্রমের উন্নয়ন, প্রসার ও সমন্বয় করণ;	বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থা;	সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ;	চলমান প্রক্রিয়া; Continuous Process	চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	
২.	জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন ও অন্যান্য ক্রীড়া সংস্থাকে স্বীকৃতি প্রদান;	জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন, বিভাগ, জেলা ও অন্যান্য ক্রীড়া সংস্থা;	সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ;	চলমান প্রক্রিয়া; Continuous Process	ঐ	
৩.	বাংলাদেশের ক্রীড়ার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন;	বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থা	পরিচালক (ক্রীড়া), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ;	চলমান প্রক্রিয়া; Continuous Process	ঐ	
৪.	আন্তর্জাতিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহনের জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহন;	জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন;	পরিচালক (ক্রীড়া), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ;	চলমান প্রক্রিয়া; Continuous Process	ঐ	
৫.	বিদেশে খেলায় অংশ গ্রহনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন;	জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন;	পরিচালক (ক্রীড়া), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ;	চলমান প্রক্রিয়া; Continuous Process	ঐ	
৬.	অধিভুক্ত ক্রীড়া ফেডারেশন/সংস্থা সমূহকে আর্থিক অনুদান ও ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ;	জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন, বিভাগ, জেলা ও অন্যান্য ক্রীড়া সংস্থা;	পরিচালক (অর্থ)/(ক্রীড়া), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ;	চলমান প্রক্রিয়া; Continuous Process	ঐ	সরকারী ভাবে আর্থিক অনুদান প্রাপ্তি সাপেক্ষে সেবামূলক কার্যক্রম অব্যহত/বৃদ্ধি নির্ভরশীল
৭.	দেশব্যাপী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল, জিমন্যাসিয়াম ও অন্যান্য ক্রীড়া স্থাপনাদী নির্মাণ ও রক্ষনাবেক্ষণ;	বিভাগ, জেলা ও উপজেলা সমূহ;	পরিচালক (পঃও উঃ), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ;	চলমান প্রক্রিয়া; Continuous Process	ঐ	
৮.	ক্রীড়াঙ্গন থেকে অবসর গ্রহনের পর দূঃস্থ ও খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের আর্থিক সাহায্য প্রদান;	অস্বচ্ছল ক্রীড়া সংগঠক ও ক্রীড়াবিদগন;	পরিচালক (ক্রীড়া), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ;	চলমান প্রক্রিয়া; Continuous Process	ঐ	
৯.	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার প্রদান;	ক্রীড়াক্ষেত্রে অবদান রেখেছে এমন ক্রীড়া সংগঠক ও ক্রীড়াবিদগন;	সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ;	চলমান প্রক্রিয়া; Continuous Process	ঐ	
১০.	ক্রীড়া বিষয়ক পুস্তিকাদি প্রকাশ করা;	জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা, বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠন, ও খেলোয়ার ও ক্রীড়ামোদী	পরিচালক (ক্রীড়া), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ;	চলমান প্রক্রিয়া; Continuous Process	ঐ	
১১.	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন প্রদান সংক্রান্ত বিধিবিধান নিশ্চিত করণ;	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীগন	পরিচালক (প্রশাসন), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ;	চলমান প্রক্রিয়া; Continuous Process	ঐ	

৪। **জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সর্বমোট জনবল ঃ**

রাজস্ব খাতে কর্মকর্তা/কর্মচারি	-	৩৯৩ জন
অস্থায়ী পদে কর্মকর্তা/কর্মচারি	-	১৩২ জন
প্রকল্পে কর্মকর্তা/কর্মচারি	-	৩০ জন
ওয়ার্কচার্জড (কার্যভিত্তিক) কর্মকর্তা/কর্মচারি	-	১০৭ জন
মাস্টারোলে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারি	-	১১১ জন
চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত কর্মকর্তা	-	১ জন
সর্বমোট	=	**৭৭৪ জন**

উল্লেখ্য যে, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের জন্য ২০০৩ সালে সরকারিভাবে (বিধিগতভাবে) পেনশন প্রথা চালু হয়েছে। সারাদেশে খেলাধুলার সুবিধা বৃদ্ধিসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে খেলাধুলাকে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে পরিষদের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো সরকারি সিদ্ধান্তানুযায়ী (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনানুযায়ী) পরিবর্তনের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে বর্তমান জনবলের অতিরিক্ত আনুমানিক আরও ১,০০০ (এক হাজার) জন জনবলের প্রয়োজন হবে। আশা করা যায় যে, প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হলে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে খেলাধুলার ক্রমবিকাশ ও মান উন্নয়নে পরিষদ বিশাল ভূমিকা রাখবে।

ক্রীড়া অবকাঠামো তৈরি, দেশেবিদেশে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ক্রীড়া দলের অংশগ্রহণ, জাতীয় ও আঞ্চলিক ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনা ছাড়াও পরিষদ ১৯৭৭ সালের ২০ জুলাই থেকে "ক্রীড়াজগত" নামের একটি পাক্ষিক পত্রিকা বের করে আসছে। পাক্ষিক ক্রীড়াজগত এ দেশের খেলাধুলার প্রসার ও মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পাশাপাশি তরুণ ও যুব সমাজকে খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট করছে। ক্রীড়াঙ্গনের সুখ-দুঃখের নীরব সহচর পাক্ষিক ''ক্রীড়াজগত'' এ দেশের ক্রীড়া ইতিহাসের অংশ হয়ে উঠেছে।

৫। **জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন/এসোসিয়েশন সমূহকে স্বীকৃতি প্রদান ঃ**

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এ যাবত নিম্নরূপ বর্ণিত ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বীকৃতি প্রদান করেছে ঃ

১। বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন।
২। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন
৩। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড
৪। বাংলাদেশ এ্যাথলেটিকস ফেডারেশন
৫। বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন
৬। বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশন
৭। জাতীয় শ্যুটিং ফেডারেশন-বাংলাদেশ
৮। বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন
৯। বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন
১০। বাংলাদেশ জিমন্যাস্টিকস ফেডারেশন
১১। বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশন
১২। বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশন
১৩। বাংলাদেশ টেনিস ফেডারেশন
১৪। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন
১৫। বাংলাদেশ বক্সিং ফেডারেশন
১৬। বাংলাদেশ জুডো ফেডারেশন
১৭। বাংলাদেশ ভারোত্তোলন ফেডারেশন
১৮। বাংলাদেশ রেসলিং ফেডারেশন
১৯। বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশন

২০। বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থা
২১। বাংলাদেশ বধির ক্রীড়া সংস্থা
২২। বাংলাদেশ বিলিয়ার্ড এন্ড স্নুকার ফেডারেশন
২৩। বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন
২৪। বাংলাদেশ শরীর গঠন ফেডারেশন
২৫। বাংলাদেশ সাইক্লিং ফেডারেশন
২৬। বাংলাদেশ ব্রিজ ফেডারেশন
২৭। বাংলাদেশ স্কোয়াশ র‍্যাকেট ফেডারেশন
২৮। বাংলাদেশ রোলার স্কেটিং ফেডারেশন
২৯। বাংলাদেশ রোইং ফেডারেশন
৩০। বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশন
৩১। বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো ফেডারেশন
৩২। বাংলাদেশ খো খো ফেডারেশন
৩৩। বাংলাদেশ গলফ ফেডারেশন
৩৪। বাংলাদেশ আরচ্যারি ফেডারেশন
৩৫। বাংলাদেশ ক্যারম ফেডারেশন
৩৬। বাংলাদেশ ঘুড়ি ফেডারেশন
৩৭। বাংলাদেশ রাগবি ইউনিয়ন
৩৮। বাংলাদেশ উশু এসোসিয়েশন
৩৯। বাংলাদেশ ফেন্সিং এসোসিয়েশন
৪০। বাঁশাআপ এসোসিয়েশন
৪১। বাংলাদেশ মার্শাল আর্ট কনফেডারেশন
৪২। বাংলাদেশ বেসবল-সফটবল এসোসিয়েশন
৪৩। বাংলাদেশ কিক বক্সিং এসোসিয়েশন
৪৪। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক তায়কোয়নদো এসোসিয়েশন
৪৫। বাংলাদেশ প্যারালিম্পিক কমিটি অব বাংলাদেশ।

৬। **ক্রীড়া অবকাঠামোসমূহ ঃ**

১।	**জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ-এর আওতায় বেশ কিছু ক্রীড়া স্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ ঃ**	**ক) বর্তমানে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অধীনে ৭৩টি স্টেডিয়াম বিদ্যমান।** **ক) ক্রিকেট স্টেডিয়াম ঃ** ১) শের-ই-বাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম, মিরপুর, ঢাকা। ২) খান সাহের ওসমান আলী স্টেডিয়াম, নারায়নগঞ্জ। ৩) শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম (বগুড়া ক্রিকেট স্টেডিয়াম), বগুড়া। ৪) জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম, চট্রগ্রাম। ৫) শহীদ কামারুজ্জামান স্টেডিয়াম, রাজশাহী। ৬) শেখ আবু নাসের স্টেডিয়াম, খুলনা। ৭) বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আঃ রউফ স্টেডিয়াম, সিলেট। ৮) শেখ কামাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম, গোপালগঞ্জ। **খ) ফুটবল স্টেডিয়াম ঃ** ১) বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা। ২) বীর শ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়াম, ঢাকা। **গ) জেলা স্টেডিয়াম ঃ** **জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতায় ৬৪টি জেলাতেই স্টেডিয়াম আছে।**

২।	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতাভুক্ত জিমন্যাশিয়ামসমূহ	**জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতাধীন দেশে ২৪টি জিমন্যাশিয়াম রয়েছে যা নিম্নরূপ ঃ** ১) জিমন্যাশিয়াম, সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপেক্স, ধানমন্ডি। ২) জিমন্যাশিয়াম, তাজউদ্দীন আহমেদ ইনডোর স্টেডিয়াম, পল্টন। ৩) জিমন্যাশিয়াম, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ভবন সংলগ্ন। **ঢাকা বিভাগ ঃ** ৪) ফরিদপুর জেলা সদর জিমন্যাশিয়াম, ৫) ময়মনসিংহ জেলা সদর জিমন্যাশিয়াম, ৬) জামালপুর জেলা সদর জিমন্যাশিয়াম, ৭) টাঙ্গাইল জেলা সদর জিমন্যাশিয়াম । **চট্টগ্রাম বিভাগে ঃ** ৮) নোয়াখালী জেলা সদর জিমন্যাশিয়াম, ৯) চট্টগ্রাম জেলা সদর জিমন্যাশিয়াম, ১০) কুমিল্লা, জেলা সদর জিমন্যাশিয়াম, ১১) রাঙ্গামাটি, জেলা সদর জিমন্যাশিয়াম, ১২) বান্দরবান, জেলা সদর জিমন্যাশিয়াম, ১৩) খাগড়াছড়ি, জেলা সদর জিমন্যাশিয়াম, ১৪) ফেনী জেলা সদর। **রাজশাহী বিভাগ ঃ** ১৫) রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপেক্স জিমন্যাশিয়াম ১৬) রাজশাহী, জেলা সদর জিমন্যাশিয়াম, ১৭) দিনাজপুর জেলা সদর জিমন্যাশিয়াম ১৮) পাবনা জেলা সদর জিমন্যাশিয়াম, ১৯) বগুড়া জেলা সদর জিমন্যাশিয়াম, ২০) রংপুর জেলা সদর জিমন্যাশিয়াম, **খুলনা বিভাগ ঃ** ২১) খুলনা জেলা সদর জিমন্যাশিয়াম, ২২) কুষ্টিয়া জেলা সদর জিমন্যাশিয়াম, ২৩) যশোর জেলা সদর জিমন্যাশিয়াম, **বরিশাল বিভাগ ঃ** ২৪) বরিশাল জেলা সদর জিমন্যাশিয়াম, ২৫) পটুয়াখালী জেলা সদর জিমন্যাশিয়াম, **সিলেট বিভাগ ঃ** ২৬) সিলেট জেলা সদর জিমন্যাশিয়াম ।

৩।	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতাভুক্ত সুইমিংপুলসমূহ	**জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতাধীন বর্তমানে দেশে ১৫ টি সুইমিংপুল রয়েছে।** **ঢাকা মহানগরীতে** ১) সৈয়দ নজরুল ইসলাম জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্স, মিরপুর। ২) সুইমিংপুল, সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স, ধানমন্ডি। ৩) আইভি রহমান সুইমিংপুল, বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা **ঢাকা বাহিরে** ৪) বরিশাল জেলা সুইমিংপুল, ৫) যশোর জেলা সুইমিংপুল ৬) পাবনা জেলা সুইমিংপুল ৭) বগুড়া জেলা সুইমিংপুল ৮) রাজশাহী জেলা সুইমিংপুল ৯) ময়মনসিংহ জেলা সুইমিংপুল ১০) মুন্সিগঞ্জ জেলা সুইমিংপুল ১১) চাঁদপুর জেলা সুইমিংপুল ১২) ফেনী জেলা সুইমিংপুল ১৩) সিলেট জেলা সুইমিংপুল ও ১৪) চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সুইমিংপুল। ১৫) গোপালগঞ্জ জেলা সুইমিংপুল।
৪।	মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সসমূহ	**জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতাভুক্ত ০৫টি মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স রয়েছে, যথাঃ—** ১) সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স। ২) চট্টগ্রাম মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স। ৪) রাজশাহী বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স। ৩) রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স। ৪) খুলনা মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স।
৫।	উপজেলা স্টেডিয়ামসমূহ	**উপজেলা স্টেডিয়াম ০৬টি ঃ** ১) নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলা স্টেডিয়াম ২) নোয়াখালী জেলার সেনবাগ উপজেলা স্টেডিয়াম, ৩) বগুড়া জেলার শান্তাহার উপজেলা স্টেডিয়াম, ৪) চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলা স্টেডিয়াম, ৫) নাটোর জেলার লালপুর উপজেলা স্টেডিয়াম এবং ৬) কক্সবাজার জেলার পেকুয়া উপজেলা স্টেডিয়াম।
৬।	ইনডোর নেট প্রাকটিস স্টেডিয়ামসমূহ	**ইনডোর নেট প্রাকটিস স্টেডিয়াম মোট ০৬টি হলঃ** ১) মিরপুর ইনডোর নেট প্রাকটিস স্টেডিয়াম। ২) রাজশাহী ইনডোর নেট প্রাকটিস স্টেডিয়াম।
		৩) বগুড়া ইনডোর নেট প্রাকটিস স্টেডিয়াম। ৪) চট্টগ্রাম ইনডোর নেট প্রাকটিস স্টেডিয়াম। ৫) খুলনা ইনডোর নেট প্রাকটিস স্টেডিয়াম। ৬) সিলেট ইনডোর নেট প্রাকটিস স্টেডিয়াম।
৭।	কাবাডি স্টেডিয়াম	**কাবাডি স্টেডিয়াম ০১টি ।** ১) পল্টন কাবাডি স্টেডিয়াম, ঢাকা।
৮।	বক্সিং স্টেডিয়াম	**বক্সিং স্টেডিয়াম ০১টি ।** ১) পল্টন মোহম্মদ আলী বক্সিং স্টেডিয়াম, ঢাকা।
৯।	ভলিবল স্টেডিয়াম	**ভলিবল স্টেডিয়াম মোট ০১টি ।** ১) শহীদ নূর হোসেন জাতীয় ভলিবল স্টেডিয়াম।

৭। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিজস্ব উৎস হতে আয়ের বিস্তারিত হিসাব বিবরণী ঃ

(২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪) ঃ

ক্রমিক নং	প্রাপ্তির খাতসমূহ	প্রাপ্ত টাকা ২০১২-২০১৩	প্রাপ্ত টাকা ২০১৩-২০১৪
১	গেট মানি ১৫%	০.০০	০.০০
২	প্রচার স্বত্ব ১০%	০.০০	০.০০
৩	পরিষদের আওতাধীন দোকান ভাড়া	৫,১২৬৩,৭১৪.২৫	৪,৭১,১০,৬১৫.০০
৪	এন.এস.সি. টাওয়ারের ফ্লোর ভাড়া	৬,০৭,৫৫,৭৪৮.২৫	৬,০৮,৯৮,৩৬২.০০
৫	এন.এস.সি. টাওয়ারের জ্বালানী	২২,২৬,৫৪০.৬৬	১৫,৫১,৩০৫.০০
৬	পরিষদের আওতাধীন দোকানের পূর্ণবন্টন/হস্তান্তর ফি	৩৩,৯৮,৬৩৮.০০	৫৭,৭৪,৩১১.০০
৭	ডোনেশন/সেলামি	০.০০	১,৯২,৭৫,৫৪১.০০
৮	ঝাথরুম ইজারা	১০,৬৮,৫০০.০০	১৩,৮২,৪০০.০০
৯	কারপার্ক ইজারা	২৮,৮৮,০০০.০০	২১,৮২,০০০.০০
১০	বিজ্ঞাপন	২,৭৭,২০০.০০	৭,৫২,৮০০.০০
১১	ক্রীড়া জগত পত্রিকা বিক্রি	১,৮৫,১৪৭.০০	১,৮৯,১০১.০০
১২	ক্রীড়া জগত পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বাবদ আয়	৪,৫০,৫৩৫.০০	৩,০০,৪৪০.০০
১৩	ঠিকাদার তালিকাভুক্ত নবায়ন ফি	১,৭৭,০৫০.০০	৩,৪২,১৫০.০০
১৪	ঠিকাদার তালিকাভুক্ত ফরম বিক্রি	৮০০.০০	২,৬০০.০০
১৫	দরপত্র বিক্রি	৫,৩০,০০০.০০	৭,৬০,৬০০.০০
১৬	হলরুম/মাঠ/গাড়ী/হোস্টেল সিট ভাড়া	৯৪,০৬,৯২৬.৮৮	৫৭,৮৭,৭২৪.০০
১৭	উৎসে কর	১,০৮,৭১৭.০০	১,৯৮,১১৮.০০
১৮	ভ্যাট	১৫,৫৮,০৫১.০০	২৩,৩৪,৬৯৯.০০
১৯	অগ্রিম সমন্বয়	২,৬৯,৯০৫.০০	১৮,২৫০.০০
২০	ঋণ অগ্রিম সমন্বয় কর্মকর্তা, কর্মচারি	৫৬,৩৮,৪৬৩.৭৬	৪৬,১৮,৬৬৯.০০
২১	অকেজো মালামাল বিক্রি	২৬,৩০০.০০	৪,৮৬,৯০০.০০
২২	বিবিধ/অন্যান্য	২৬,২২,০২৫.৪০	২৪,৪৯,২৭৫.০০
	মোট আদায় =	১৪,২৮,৫২,২৬২.২০	১৫,৬৪,১৫,৮৬০.০০
	বিদুৎ বিল +	৩,২১,৫৭,৪৩৭.০০	৩,৫৩,৬১,৬৮৫.০০
	সর্বমোট আদায় =	১৭,৫০,০৫,৬৯৯.২০	১৯,১৭,৭৭,৫৪৫.০০

(৮) মানবসম্পদ উন্নয়ন ঃ

২০১৩-২০১৪ অর্থ সালের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্য

ক্রমিক নং	খেলা	অনুষ্ঠানের তারিখ	দেশের নাম	ফলাফল বা স্থান
১.	এসএসসি ইমাজিং টিমস ক্রিকেট কাপে সিংগাপুর অনূর্ধ্ব-২৩ ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে	১৫-২৫ আগস্ট, ২০১৩	সিংগাপুর	৮ উইকেটে জয়লাভ
২.	ইসলামিক সলিডালিডাটি গেমস	২১-৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৩	ইন্দোনেশিয়ায়	আরচ্যারিতে সিলভার ও তায়কোয়ানডোতে ব্রোঞ্জ পদক অর্জন
৩.	আন্তর্জাতিক আমন্ত্রণমূলক মহিলা কাবাডি প্রতিযোগিতা	২৫-২৯ আগস্ট, ২০১৩	বাংলাদেশ	ব্রোঞ্জপদক অর্জন
৪.	এশীয় অনূর্ধ্ব-১৪ টেনিসে	অক্টোবর ২০১৩		কাওসার আলী ও আরফানা ইসলাম প্রীতি দ্বিমুকুট লাভ
৫.	বাংলাদেশ অনুর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল ওয়েষ্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে	১-২২ অক্টোবর, ২০১৩	ওয়েষ্টইন্ডিজ	৭টি ওয়ানডে ম্যাচ হারিয়ে সিরিজ জয়লাভ
৬.	সাহারা কাপ ক্রিকেট নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে	৯ অক্টোবর হতে ৬ নভেম্বর, ২০১৩	বাংলাদেশ	২টি টেস্টে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে 'ড্র' এবং ৩টি ওয়ানডে খেলায় ৩-০ তে নিউজিল্যান্ডকে হোয়াইট ওয়াস করার গৌরব অর্জন
৭.	এশীয় অনুর্ধ্ব-১৪ টেনিসে	অক্টোবর ২০১৩		বাংলাদেশের আরফানা ইসলাম প্রীতি এবং রুবেল হোসেন চ্যাম্পিয়ন হয়
৮.	হিরো ইন্ডিয়ান ওপেন গলফ টুর্নামেন্ট	৬-১০ নভেম্বর, ২০১৩	ভারত	বাংলাদেশের গলফার সিদ্দিকুর রহমানের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন
৯.	বিটিআই আন্তর্জাতিক গলফ টুর্নামেন্ট	নভেম্বর ২০১৩		বাংলাদেশের গলফার জামাল চ্যাম্পিয়ন
১০.	কমনওয়েলথ ভারোত্তোলন চ্যাম্পিয়নশীপ	২৫-৩০ নভেম্বর, ২০১৩	মালয়েশিয়া	বাংলাদেশ ভারোত্তোলন দলের ৩টি রৌপ্য ও ১টি ব্রোঞ্জপদক অর্জন
১১.	স্পেশাল অলিম্পিক এশিয়ান প্যাসিফিক গেমস	১-৭ ডিসেম্বর, ২০১৩	অষ্ট্রেলিয়া	বাংলাদেশ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী দলের ৪৩টি স্বর্ণ, ৩৫টি রৌপ্য এবং ১০টি ব্রোঞ্জপদক অর্জন
১২.	বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল ওয়েস্টইন্ডিজের বিরুদ্ধে	ডিসেম্বর ২০১৩	বাংলাদেশ	১ম ম্যাচে ১০৪ রানে হারিয়ে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল জয়লাভ করে ।
১৩.	বিশ্ব যুব দাবা অনূর্ধ্ব-১০ প্রতিযোগিতা	ডিসেম্বর, ২০১৩	সংযুক্ত আরব আমিরাত	বাংলাদেশের ফাহাদ রহমানের সিলভার পদক অর্জন
১৪.	১২তম আন্তর্জাতিক সো তোকান মার্শাল আর্ট কারাতে প্রতিযোগিতা	২৫-২৬ ডিসেম্বর, ২০১৩	ভারত	৩টি স্বর্ণ ও ৪টি রৌপ্য পদক অর্জন
১৫.	৬ষ্ঠ বিশ্ব কারাতে গোজোকাই প্রতিযোগিতা	৯-১৬ ডিসেম্বর, ২০১৩	ভারতের মুম্বাই	বাংলাদেশ দলের ৩টি স্বর্ণ ও ৪টি রৌপ্য দপক পেয়ে ২য় স্থান লাভ
১৬.	অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়াকাপ	২৬ ডিসেম্বর, ২০১৩ হতে ১৪ জানুয়ারী, ২০১৪	সংযুক্ত আরব আমিরাত	মালয়েশিয়া ও আফগানিস্থানকে যথাক্রমে ৯ উইকেট এবং ১৬ রানে হারিয়ে জয়লাভ করে।

ক্রমিক নং	খেলা	অনুষ্ঠানের তারিখ	দেশের নাম	ফলাফল বা স্থান
১৭.	অনুর্ধ্ব-১৯ যুব বিশ্ব ক্রিকেট	৮ ফেব্রুয়ারী হতে ২ মার্চ, ২০১৪	সংযুক্ত আরব আমিরাত	বাংলাদেশ অনুর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল পেট চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন
১৮.	এসএআইএলএসবিআই ওপেন গলফ	২৫ ফেব্রুয়ারী হতে ০৩ মার্চ, ২০১৪	নয়াদিল্লী, ভারত	বাংলাদেশের গলফার সিদ্দিকুর রহমানের রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন
১৯.	এশিয়ান গ্র্যান্ড প্রিকস আরচ্যারি চ্যাম্পিয়নশীপ	১০-১৫ মার্চ, ২০১৪	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড	বাংলাদেশ স্বর্ণপদক অর্জন করে।
২০.	এশিয়ান হকি চ্যাম্পিয়নশীপের বাছাই পর্বে	১৫-২৩ মার্চ, ২০১৪	বাংলাদেশ	বাংলাদেশ হকি দল অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
২১.	টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০১৪-তে গ্রুপ "এ"-তে	১৬ মার্চ হতে ৫ এপ্রিল, ২০১৪	বাংলাদেশ	বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ৯ ইউকেটে আফগানিস্তান ক্রিকেট দলকে এবং ১৮ মার্চ নেপাল ক্রিকেট দলকে ৮ উইকেটে হারিয়ে জয়লাভ করে
২২.	টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০১৪ উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক ম্যাচ	১৬ মার্চ হতে ০৬ এপ্রিল, ২০১৪	বাংলাদেশ	২টি ১দিনের ম্যাচে পাকিস্তান মহিলা ক্রিকেট দলকে হারিয়ে বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল জয়লাভ করে।
২৩.	৩য় দক্ষিণ এশিয়ান পুরুষ হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ	২৩-২৬ মার্চ, ২০১৪	ভারত	বাংলাদেশ হ্যান্ডবল দল ৩য় স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করে।
২৪.	সাউথ এশিয়ান (সাবা) থ্রী অন থ্রী বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ	১৩-১৭ এপ্রিল, ২০১৪	বাংলাদেশ	বাংলাদেশ বাস্কেটবল দল অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
২৫.	৭ম এশিয়ান তায়কোয়ানদো চ্যাম্পিয়নশিপ	১৮-২৩ এপ্রিল, ২০১৪	নেপাল	বাংলাদেশ দল ১টি ব্রোঞ্জপদক অর্জন করে।
২৬.	১২তম ইগেট কিংস কাপ চ্যাম্পিয়নশীপ	২-১০ মে, ২০১৪	থাইল্যান্ড	বাংলাদেশ ভারোত্তোলন দল ২টি ব্রোঞ্জপদক অর্জন করে।
২৭.	২য় মাউন্ট এভারেস্ট ইন্টারন্যাশনাল তায়কোয়ানডো চ্যাম্পিয়নশিপ	৩-৫ মে, ২০১৪	নেপাল	বাংলাদেশ তায়কোয়ানডো দল ১টি স্বর্ণ, ২টি রৌপ্য ও ২টি তাম্রপদক অর্জন করে।
২৮.	এএফসি প্রেসিডেন্ট কাপ-২০১৪তে 'এ গ্রুপে'	৭-১১ মে, ২০১৪	শ্রীলংকা	শেখ রাসেল ক্রীড়াচক্র অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়।

২০১২-২০১৩ সালে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুলাই'২০১২ হতে জুন'২০১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি

ক্রমিক নং	ক) প্রকল্পের নাম খ) প্রকল্পের মেয়াদ গ)অনুমোদন পর্যায়	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্প শুরু থেকে জুন'১২ পর্যন্ত ব্যয়	২০১২-১৩ সালের এডিপি বরাদ্দ		অবমুক্তি (২০১২-১৩)	আর্থিক অগ্রগতি		বাস্তব অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরচ থেকে ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
				মূল	সংশোধিত	ক)অগ্রগতি খ)বরাদ্দের %	২০১২-১৩ সালের জুন' ১৩ পর্যন্ত ব্যয় ক) অগ্রগতি খ) বরাদ্দের % অবমুক্তি %	প্রকল্পের শুরচ থেকে ক্রমপুঞ্জিত জুন'১৩ পর্যন্ত ব্যয়)প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	ক) ২০১২-১৩ জুন' ১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি খ) ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	চলতি প্রকল্প									
১)	ক) গোপালগঞ্জ জেলা সুইমিংপুল ও জিমন্যাসিয়াম নির্মাণ শেখ কামাল স্টেডিয়ামের উন্নয়ন, পুরাতন জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার এবং মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প। খ) ০১-০১-২০১১ হতে ৩১-১২-২০১৩ইং। গ) অনুমোদিত।	৯৮৩৪.১৩ সং-১০৪৪৪.৬৩	২২২৮.০০	৪০৫৯.০০ (০.০০)	৬৫৪১.২৭ (১২২.০০)	ক) ৬৪১৯.২৭ খ)৯৮.১৪%	ক)৬৩৯৯.৩৭ খ) ৯৭.৮৩% ৯৭.৮৩%	৮৬২৭.৩৭ (৮২.৬০%)	ক) ৫০.০০% খ)৮৭.০০%	কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে চলছে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
২)	ক) ২টি নতুন জেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ (চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ জেলা), ৪টি জেলা স্টেডিয়াম (ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুর) এবং মহিলা ক্রীড়া কমপেক্স (খুলনা ও রাজশাহী) এর অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প। খ) ০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৪ইং। গ) অনুমোদিত।	৯৭৮১.১৩ সং১০৭২৫.২০	৩৩৫১.০০	৭০২৭.০০ (১১.০০)	৪৬০০.০০ (৮৭.০০)	ক) ৪৬০০.০০ খ)১০০.০০%	ক)৪৫৭৩.০০ খ) ৯৯.৪১% ৯৯.৪১%	৭৯২৪.০০ (৭৩.৮৮%)	ক) ৩৮.০০% খ)৮৩.০০%	কাজ চলছে।
৩)	ক) গাজীপুর টঙ্গীস্থ টিএসএস মাঠে স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প। খ) ০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৪ ইং। গ) অনুমোদিত।	৭৬৯.৪০	০.০০	০.০০ (০.০০)	২০০.০০ (৬.০০)	ক) ২০০.০০ খ) ১০০.০০%	ক) ২০০.০০ খ) ১০০.০০% ১০০.০০%	২০০.০০ (২৫.৯৯%)	ক) ৪৫.০০% খ) ৪৫.০০%	কাজ চলছে।
৪)	ক) সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আর্ন্তজাতিকমানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ প্রকল্প। খ) ০১-০৭-২০১২ হতে ৩১-১২-২০১৩ গ) অনুমোদিত।	৮৭৪২.৪৮	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	ক) ০.০০ খ) ০.০০%	ক) ০.০০ খ) ০.০০% ০.০০%	০.০০ (০.০০%)	ক) ০.০০ খ) ০.০০% ০.০০%	কাজ চলছে।
	মোট=	৩০৬৮১.৭১	৫৫৭৯.০০	১১০৮৬.০০ (১১.০০)	১১৩৪১.২৭	ক)১১১৯২.২৭ খ)১১২১৯.২৭ ১০০.০০%	ক) ১১১৭২.২৭ খ) ৯৮.৫১% ৯৮.৫১%	১৬৭৫১.৩৭	-	কাজ চলছে

২০১৩-২০১৪ সালে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুলাই'২০১৩ হতে জুন'২০১৪ পর্যন্ত অগ্রগতি

ক্র.নং	ক) প্রকল্পের নাম খ) বাস্তবায়নকাল গ) অনুমোদন পর্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন'২০১৩ পর্যন্ত		চলতি অর্থ বছরের (২০১৩-১৪) সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ মোট (রাজস্ব)	চলতি অর্থ বছরের (২০১৩-১৪) অবমুক্ত মোট মূলধন (রাজস্ব)	চলতি অর্থ বছরের (২০১৩-১৪) জুলাই'২০১৪ পর্যন্ত		প্রকল্পের শুরু থেকে জুলাই'২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত		মন্তব্য
			আর্থিক ব্যয়	বাস্তব অগ্রগতি			আর্থিক ব্যয় মোট (রাজস্ব)	বাস্তব অগ্রগতি	মোট আর্থিক ব্যয়	বাস্তব অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১)	ক) গোপালগঞ্জ জেলা সুইমিংপুল ও জিমন্যাসিয়াম নির্মাণ শেখ কামাল স্টেডিয়ামের উন্নয়ন, পুরাতন জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার এবং মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প। খ) ০১-০১-২০১১ হতে ৩১-১২-২০১৩ইং। গ) সং অনুমোদিত।	৯৮৩৪.১৩ সং- ১০৪৪৪.৬৩	৮৬২৭.৩৭	৮৫%	১৮১৭.২৬ (-)	১৮১৭.২৬ (-)	১৭৬৭.০৩ (-)	১৫%	১০৩৯৪.৪০	১০০%	কাজ সমাপ্ত।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২)	ক) ২টি নতুন জেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ (চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ জেলা), ৪টি জেলা স্টেডিয়াম (ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুর) এবং মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স (খুলনা ও রাজশাহী) এর অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্প। খ) ০১-০১-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৪ইং। গ) সং অনুমোদিত।	৯৭৮১.১৩ সং১০৭২৫.২০	৭৯২৪.০০	৭৫%	২৭০১.০০ (-)	২৭০১.০০ (-)	২৭০১.০০ (-)	১৫%	১০৬২৫.০০	৯০%	কাজ শেষ পর্যায়ে।
৩)	ক) গাজীপুর টঙ্গীস্থ টিএসএস মাঠে স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প। খ) ০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৪ । গ) অনুমোদিত।	৭৬৯.৪০	২০০.০০	৩০%	৫৭০.০০ (-)	৫৭০.০০ (-)	৫৫৫.৯৫ (-)	৭০%	৭৫৫.৯৫	১০০%	কাজ সমাপ্ত।
৪)	ক) সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আর্ন্তজাতিকমানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ প্রকল্প। খ) ০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫। গ) অনুমোদিত।	৮৭৪২.৪৮	-	-	৭৪৮০.০০ (১৪১.০০)	৭৪৮০.০০ (১৪১.০০)	৭৪৮০.০০ (১৪১.০০)	৯০%	৭৪৮০.০০	৯০%	কাজ শেষ পর্যায়ে।
৫)	ক) পাবনা জেলার শহীদ এ্যাডভোকেট আমিনুদ্দিন স্টেডিয়ামের সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্প। খ) ০১-০৪-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৪ইং। গ) অনুমোদিত।	৯৯৫.৪৭	-	-	৯৯৫.০০ (১১.০০)	৯৯৫.০০ (১১.০০)	৯৯৫.০০ (১১.০০)	১০০%	৯৯৫.০০	১০০%	কাজ সমাপ্ত।
৬)	ক) দেশের বিদ্যমান জেলা স্টেডিয়ামসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন (১ম পর্যায়) প্রকল্প। খ) ০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৫। গ) অনুমোদিত।	১১০১৬.৪৭	-	-	৮৪২.৭৪ (১০০.০০)	৮৪২.৭৪ (১০০.০০)	৮৪২.৭৪ (১০০.০০)	১৫%	৮৪২.৭৪	১৫%	কাজ চলছে।
	মোট =	-	১৬৭৫১.৩৭	-	১৪৪০৬.০০ (২৫২.০০)	১৪৪০৬.০০ (২৫২.০০)	১৪৪০৬.০০ (২৫২.০০)	-	৩১০৮৯.০৯	-	-

২০১৪ সালে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে ২০১৩ সালের বিজয়ীদের পুরস্কৃত করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়াম উদ্বোধনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপ-মন্ত্রী।

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপের ২০১৪ চ্যাম্পিয়ন শ্রীলংকাকে ট্রফি তুলে দিচ্ছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী শ্রী বীরেন শিকদার এমপি এবং বিসিবি সভাপতি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ও পরামর্শে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে গ্রামীণ খেলাধুলা। তার অংশ হিসেবে জেলা পর্যায়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী বীরেন শিকদার এবং যুব ও ক্রীড়া সচিব জনাব নূর মোহাম্মদ।

দক্ষিণ কোরিয়ায় ১৬তম এশিয়ান গেমসে (২০১৪) কাবাডিতে ব্রোঞ্জ বিজয়ী বাংলাদেশ মহিলা দল।

চতুর্থ অধ্যায়

বিকেএসপি

পটভূমি ঃ

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের একটি প্রকল্প হিসেবে ১৯৭৬ সনে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ স্পোর্টস (বিআইএস) নামে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে সরকারের একটি বিধিবদ্ধ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' (বিকেএসপি) নামে এর পুনঃ নামকরণ করা হয়। ১৯৮৬ সালের ১৪ এপ্রিল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ক্ষেত্রে দেশকে প্রতিষ্ঠিত করার নিরলস প্রচেষ্টায় নিবেদিত রয়েছে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)।

অবস্থান ঃ

সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধ এবং ঢাকা ইপিজেড এর উত্তর দিকে নবীনগর-কালিয়াকৈর সংযোগ সড়ক ধরে ০৯ কিলোমিটার দূরত্বে সড়কের পশ্চিম পার্শ্বে জিরানিতে ১১৫ একর জমির উপর মনোরম পরিবেশে বিকেএসপির অবস্থান। রাজধানী ঢাকার জিরো পয়েন্ট হতে সড়ক পথে প্রায় ০২ ঘন্টা সময়ের পথ ধরে এর দূরত্ব প্রায় ৪৫ কিলোমিটার।

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাদেশ ঃ

১৯৮৩ সালের ২রা অক্টোবর বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারিকৃত অধ্যাদেশ নং ৫৮ বলে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টস (বিআইএস) বিলুপ্ত করে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) নামকরণ করে একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এই অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি 'যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের' আওতায় বিধিবদ্ধ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হয়। সরকার প্রতিষ্ঠানটির নীতি নির্ধারণ ও সামগ্রিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের জন্য অধ্যাদেশের আওতায় একটি পরিচালনা পর্ষদ গঠন করে।

পরিচালনা পর্ষদ ঃ

(ক)	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, প্রাধিকার বলে	-	চেয়ারম্যান
(খ)	সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
(গ)	সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
(ঘ)	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
(ঙ)	চেয়ারম্যান, গভর্ণিং বডিস অব ক্যাডেট কলেজেস,পদাধিকার বলে	-	সদস্য
(চ)	চেয়ারম্যান, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
(ছ)	চেয়ারম্যান, আর্মি স্পোর্টস কন্ট্রোল বোর্ড, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
(জ)	মহাপরিচালক,মাধ্যমিক ও উচচ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর,পদাধিকার বলে	-	সদস্য
(ঝ)	মহা-সচিব, বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন, পদাধিকার বলে	-	সদস্য
(ঞ)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পদাধিকার বলে	-	সদস্য-সচিব

উদ্দেশ্য ঃ

(ক) সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের বয়সভিত্তিক ধারাবাহিক দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

(খ) ধারাবাহিকভাবে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর পর্যায়ে পরিকল্পিত বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

(গ) ব্যক্তিত্বের সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করতে ক্রীড়া বিষয়ক এবং সাধারণ শিক্ষা প্রদান করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষিত খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক, সংগঠক ও ক্রীড়া বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা।

(ঘ) নতুন প্রজন্মকে ক্রীড়াক্ষেত্রে ব্যাপক উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করা এবং তাদের মাঝে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি করা।

(ঙ) প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের জন্য ক্রীড়া প্রতিভা সনাক্ত করা।

(চ) বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন, ন্যাশনাল স্পোর্টস কাউন্সিল এবং ন্যাশনাল স্পোর্টস ফেডারেশনের চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় দলের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(ছ) জাতীয় দলকে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কৌশলগত ও বিজ্ঞানসম্মত সহায়তা প্রদান করা।

(জ) ক্রীড়াবিদদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা এবং এ বিষয়ে সহজাত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিকে আধুনিক প্রশিক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে মৌলিক ধারণা দেয়ার ব্যবস্থা করা।

(ঝ) সকল সম্ভাবনাময় প্রশিক্ষকদের প্রাথমিকভাবে ধারাবাহিক ক্রীড়া প্রশিক্ষণ এবং ক্রীড়া বিজ্ঞান সম্পর্কে যথাযথ শিক্ষা প্রদান করা।

অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি ঃ

(ক) দেশের উদীয়মান ও প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের বাছাই করে বিজ্ঞানভিত্তিক নিবিড় প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত সুযোগ ও সুবিধাদি প্রদান করা এবং সেই সাথে তাদের স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা।

(খ) দেশে দক্ষ কোচ, রেফারি এবং আম্পায়ার সৃষ্টির লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় কোচ, রেফারী এবং আম্পায়ারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

(গ) দেশে বিদ্যমান কোচ, রেফারি ও আম্পায়ারদের কলাকৌশলগত মান বৃদ্ধি করা।

(ঘ) আন্তর্জাতিক খেলায় অংশগ্রহণের পূর্বে জাতীয় দলসমূহকে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

(ঙ) কোচ, রেফারী ও আম্পায়ারদের জন্য সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করা;

(চ) ক্রীড়া সম্পর্কিত তথ্য কেন্দ্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করা;

(ছ) ক্রীড়া বিষয়ে পুস্তক, সাময়িকী, বুলেটিন ও সমসাময়িক তথ্য সংক্রান্ত প্রকাশনার ব্যবস্থা করা;

(জ) অধ্যাদেশে বর্ণিত কার্যাবলী বাস্তবায়নের স্বার্থে সহায়ক সকল প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করা।

সিটিজেন চার্টার ঃ

(ক) বিকেএসপিতে এ্যাথলেটিক্স, বাস্কেটবল, বক্সিং, ক্রিকেট, ফুটবল, জিমন্যাস্টিক্স, হকি, শ্যুটিং, সাঁতার, টেনিস আর্চারি ও জুডো বিভাগে দীর্ঘ মেয়াদী ক্রীড়া প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং স্নাতক শ্রেণি পর্যন্ত (বিজ্ঞান ও মানবিক বিভাগ) সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে।

(খ) প্রতিবছর ক্রীড়া মেধা সম্পন্ন অনূর্ধ্ব-১৩ বছরের ছেলে-মেয়েদের ঢাকা বিকেএসপিতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের উন্মুক্ত সুযোগ রয়েছে।

(গ) ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছেলে মেয়েদের তাদের সাধারণ শিক্ষার মান অনুযায়ী ৪র্থ শ্রেণি থেকে ৭ম শ্রেণি পর্যন্ত ঢাকা বিকেএসপিতে ভর্তি করা হয়।

(ঘ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় তৈরির লক্ষ্যে ভর্তিকৃত সকল ছাত্র-ছাত্রীকে একটি ক্রীড়া বিষয়ে দীর্ঘ মেয়াদী বিজ্ঞানভিত্তিক ক্রীড়া প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(ঙ) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্পোর্টস মেডিসিন, স্পোর্টস সাইকোলজি, স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স, এক্সারসাইজ ফিজিওলজি, জিটিএমটি বিষয়ের উপর ১০ মাস মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করার সুযোগ রয়েছে।

(চ) বিকেএসপির ০৫টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এ্যাথলেটিক্স, ক্রিকেট, ফুটবল, জিমন্যাস্টিক্স ও সাঁতার খেলায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। তরুণ ও মেধাবী ক্রীড়াবিদদের জন্য বৎসরে ০২ বার প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যোগদানের সুযোগ এবং ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী তরুণ ক্রীড়াবিদদের সাধারণ শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য ইংরেজি ও গণিত বিষয়ের উপর বিশেষ পাঠদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

(ছ) এ্যাথলেটিক্স ও ফুটবল কোচ তৈরির লক্ষ্যে ঢাকা বিকেএসপিতে ০৮ মাস মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-স্পোর্টস কোচিং কোর্সে অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

(জ) দেশীয় ক্রীড়া প্রশিক্ষকদের জন্য ঢাকা, বিকেএসপিতে বৎসরে একবার এ্যাথলেটিক্স, ক্রিকেট, ফুটবল, হকি ও সাঁতার খেলায় ০১ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

(ঝ) আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পূর্বে জাতীয় ক্রীড়া দলসমূহের জন্য ঢাকা, বিকেএসপি ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে আবাসিক প্রশিক্ষণের সুবিধাদি রয়েছে।

(ঞ) ক্রীড়া বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের সভা/সেমিনার/সিম্পোজিয়াম আয়োজনের জন্য সম্মেলন কক্ষ ও অডিও ভিজ্যুয়াল সেন্টার শর্ত সাপেক্ষে ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে।

সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

বিকেএসপি একটি বিধিবদ্ধ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে একটি পরিচালনা পর্ষদের তত্ত্বাবধানে মহাপরিচালক কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান। অধ্যাদেশ অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সংখ্যা ১০ (দশ)। মহাপরিচালক এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনায় পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এবং অধ্যক্ষ মহাপরিচালককে সহায়তা করে থাকেন।

বিকেএসপিতে বর্তমানে মোট জনবলের সংখ্যা ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	জনবলের সংখ্যা
ক)	রাজস্ব খাতে কর্মকর্তা-কর্মচারি	২৫৩ জন
খ)	বিকেএসপির আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিনাজপুরে রাজস্ব খাতে কর্মকর্তা ও কর্মচারি	৩৫ জন
গ)	বিকেএসপির আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও খুলনা রাজস্ব খাতে কর্মকর্তা ও কর্মচারি	১৩২ জন
ঘ)	দৈনিক সম্মানীভিত্তিক কর্মকর্তা	৪৪ জন
ঙ)	দৈনিক মজুরীভিত্তিক কর্মচারি	১৪৫ জন

ক্রীড়া বিভাগ ঃ

ক্রমিক	ক্রীড়া বিভাগ
ক)	আর্চারী
খ)	এ্যাথলেটিক্স
গ)	বাস্কেটবল
ঘ)	বক্সিং
ঙ)	ক্রিকেট
চ)	ফুটবল
ছ)	জিমন্যাস্টিক্স
জ)	হকি
ঝ)	জুডো

ক্রমিক	ক্রীড়া বিভাগ
ঞ)	কারাতে
ট)	শ্যুটিং
ঠ)	সাঁতার
ড)	টেবিল টেনিস
ঢ)	তায়কোয়ান্ডো
ণ)	টেনিস
ত)	উশো
থ)	ভলিবল

ছাত্র সংখ্যা ঃ

বিকেএসপিতে ক্রীড়াশৈলী উন্নয়নের সাথে সাথে ৭ম শ্রেণি হতে স্নাতক শ্রেণি পর্যন্ত মানবিক ও বিজ্ঞান বিষয়ে সাধারণ বিদ্যা শিক্ষা দেয়া হয়। সম্পূর্ণ আবাসিক প্রতিষ্ঠান । বিকেএসপির (০৪টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ) ১৭টি ক্রীড়া বিভাগে বর্তমানে ৯৩ জন ছাত্রীসহ ৬৮৭ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। শুধুমাত্র টেনিস, জিমন্যাস্টিক্স, বক্সিং এবং সাঁতারে ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি করা হয়। যেহেতু টেনিস, জিমন্যাস্টিক্স, বক্সিং ও সাঁতারে টপ পারফরম্যান্স লেভেল অল্প বয়সে হয়, তাই এই ব্যবস্থা নেয়া হয়। বিকেএসপিতে ক্রীড়া ও শ্রেণিভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

ক্রীড়া বিভাগ	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি	ষষ্ঠ শ্রেণি	সপ্তম শ্রেণি	অষ্টম শ্রেণি	নবম শ্রেণি	দশম শ্রেণি	একাদশ শ্রেণি	দ্বাদশ শ্রেণি	ত্রয়োদশ শ্রেণি	চতুর্দশ শ্রেণি	পঞ্চদশ শ্রেণি	মোট
আর্চারি	০	০	০	০৩	০২	০২	০৩	০৫	০৩	০	০	০	১৮
এ্যাথলেটিক্স	০	০১	০	০৮	০৫	০২	০৪	০৫	০৫	০	০	০	৩০
বাস্কেটবল	০	০	০	০২	০৬	০৬	১০	০২	০১	০	০	০	২৭
বক্সিং	০১	০১	০৩	০৫	০১	০৩	০৩	০৪	০	০	০	০	২১
ক্রিকেট	০	০	০২	১৮	৩৬	৩২	০৬	১১	২০	৪২	১১	১০	১৮৮
ফুটবল	০	০	০	১৮	৩৫	৪৮	০৫	০৬	০৮	০৮	০১	০	১২৯
জিমন্যাস্টিক্স	০২	০৩	০২	০৪	০৫	০১	০১	০১	০৬	০	০	০	২৫
হকি	০	০	০২	০৬	১৫	১৬	১২	০৫	০৩	০	০	০	৫৯
জুডো	০	০	০	০৩	০৪	০২	০৪	০৪	০১	০	০	০	১৮
কারাতে	০	০	০১	০২	০৬	০৬	০	০	০	০	০	০	১৫
শ্যুটিং	০	০	০	০	১১	০৫	০৩	০৪	০৪	০	০১	০	২৮
সাঁতার	০৪	১০	০৮	০৫	০৩	০৭	০২	০৩	০	০	০	০	৪২
টেবিল টেনিস	০	০	০	০৩	১০	১২	০	০	০	০	০	০	২৫
তায়কোয়ান্ডো	০	০	০	০৪	০৩	০৯	০	০	০	০	০	০	১৬
টেনিস	০২	০১	০২	০৪	০৩	০৫	০৪	০৪	০৪	০	০	০	২৯
উশো	০	০	০	০৩	০৯	০৩	০	০	০	০	০	০	১৫
ভলিবল	০	০	০	০	০	১১	৮	০	০	০	০	০	১৯
সর্বমোট	০৯	১৬	২০	৮৮	১৫৪	১৭০	৬৫	৫৪	৫৫	৫০	১৩	১০	৭০৪

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিকেএসপির সাফল্য ঃ

ক্রীড়া বিভাগ	প্রতিযোগিতার নাম	স্থান	সন	ফলাফল
আরচ্যারী	কন্টিনেন্টাল ইউথ অলিম্পিক কোয়ালিফাইং আরচ্যারি প্রতিযোগিতা	চাইনিজ তাইপে	২০১৩	বাংলাদেশ জাতীয় দলের পক্ষে বিকেএসপির ০১ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ।
	৩য় ইসলামী সলিডারিটি গেমস	ইন্দোনেশিয়া	২০১৩	বাংলাদেশ জাতীয় দলের পক্ষে বিকেএসপির ০১ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ।
	ওয়ার্ল্ড আরচ্যারী চ্যাম্পিয়নশীপ	তুরস্ক	২০১৩	বাংলাদেশ জাতীয় দলের পক্ষে বিকেএসপির ০১ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ।
	স্বাধীনতা দিবস ব্যাম্বো আরচারি	ঢাকা	২০১৪	০২টি রৌপ্য ও ০১টি ব্রোঞ্জ
	১ম এশিয়ান আরচ্যারী গ্রান্ড পিক্স	থাইল্যান্ড	২০১৪	বাংলাদেশ জাতীয় দলের পক্ষে বিকেএসপির ০১ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ।
	৭ম জাতীয় আরচ্যারী চ্যাম্পিয়নশীপ	ঢাকা	২০১৪	০৪টি রৌপ্য ও ০৬টি ব্রোঞ্জ
এ্যাথলেটিক্স	এশিয়ান ইউথ চ্যাম্পিয়নশীপ	চীন	২০১৩	বাংলাদেশ জাতীয় দলের পক্ষে বিকেএসপির ০২ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ।
	২য় সাফ জুনিয়র এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা	ভারত	২০১৩	০৩টি ব্রোঞ্জ
	৩৮তম জাতীয় এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা	ঢাকা	২০১৪	০৫টি স্বর্ণ, ০১টি রৌপ্য ও ০২টি ব্রোঞ্জ
	৩০তম জাতীয় জুনিয়র এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা	ঢাকা	২০১৪	১৬টি স্বর্ণ, ০৯টি রৌপ্য, ০২টি ব্রোঞ্জ ও দলগত চ্যাম্পিয়ন
	১৬তম এশিয়ান এ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশীপ	তাইওয়ান	২০১৪	বাংলাদেশ জাতীয় দলের পক্ষে বিকেএসপির ০২ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ।

ক্রীড়া বিভাগ	প্রতিযোগিতার নাম	স্থান	সন	ফলাফল
বাস্কেটবল	সাউথ এশিয়ান অ-১৬ বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট	ঢাকা	২০১৩	বাংলাদেশ জাতীয় দলের পক্ষে বিকেএসপির ০৯ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ।
	Rao Jai Singh Memorial Basketball Tournament	ভারত	২০১৩	রানার আপ
	বিজয় দিবস বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা	ঢাকা	২০১৩	রানার আপ
বক্সিং	স্বাধীনতা দিবস বক্সিং প্রতিযোগিতা	ঢাকা	২০১৪	০৪টি স্বর্ণ, ০৪টি রৌপ্য ও দলগত চ্যাম্পিয়ন
	জাতীয় সিনিয়র বক্সিং প্রতিযোগিতা	ঢাকা	২০১৪	০২টি ব্রোঞ্জ
ক্রিকেট	2nd Rajib Gandhi International U-17 Junior Premier League Championship	ভারত	২০১৩	রানার আপ
	অনূর্ধ্ব-১৪ জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা	জামালপুর	২০১৪	চ্যাম্পিয়ন
	ইয়াং টাইগার্স অ-১৮ জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা	রংপুর, দিনাজপুর, ররিশাল ও ফরিদপুর	২০১৪	চ্যাম্পিয়ন
	ইয়াং টাইগার্স অ-১৬ জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা	কক্সবাজার	২০১৪	চ্যাম্পিয়ন
জিমন্যাস্টিক্স	বিজয় দিবস জিমন্যাস্টিক্স প্রতিযোগিতা	ঢাকা	২০১৩	১১টি স্বর্ণ, ১১টি রৌপ্য, ০৮টি ব্রোঞ্জ ও দলগত চ্যাম্পিয়ন
	বয়সভিত্তিক ও ৩৩তম জাতীয় সিনিয়র জিমন্যাস্টিক্স প্রতিযোগিতা	ঢাকা	২০১৪	১২টি স্বর্ণ, ০৯টি রৌপ্য ও ০৯টি ব্রোঞ্জ
কারাতে	৪র্থ জাপান কাপ ক্যাডেট ও সিনিয়র কারাতে প্রতিযোগিতা	ঢাকা	২০১৩	০৩টি স্বর্ণ ও ০২টি রৌপ্য
শ্যূটিং	এশিয়ান ইউথ চ্যাম্পিয়নশীপ	চীন	২০১৩	বাংলাদেশ জাতীয় দলের পক্ষে বিকেএসপির ০৩ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ।
সাঁতার	জাতীয় বয়সভিত্তিক সাঁতার প্রতিযোগিতা	ঢাকা	২০১৩	৫৯টি স্বর্ণ, ৪৩টি রৌপ্য, ২৯টি ব্রোঞ্জ ও ০৮টি নতুন জাতীয় রেকর্ড এবং দলগত চ্যাম্পিয়ন।
টেনিস	এটিএফ টেনিস প্রতিযোগিতা	ঢাকা	২০১৩	বালিকা একক ও দ্বৈতে চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ
	এটিএফ টেনিস প্রতিযোগিতা	বিকেএসপি,ঢাকা	২০১৩	বালিকা একক ও দ্বৈতে চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ
	এম এ জব্বার স্মৃতি টেনিস টুর্নামেন্ট	ঢাকা	২০১৪	জুনিয়র গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন ও সিনিয়র গ্রুপে (মহিলা) রানার আপ
টেবিল টেনিস	ওয়ালটন উন্মুক্ত টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা	ঢাকা	২০১৩	চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে জাতীয় দলে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণার্থীদের নাম	খেলার নাম
০১	শেখ সজিব	আরচ্যারি
০২	রামকৃষ্ণ সাহা	আরচ্যারি
০৩	রাবেয়া আক্তার	আরচ্যারি
০৪	হিরামনি	আরচ্যারি
০৫	শিরিন আক্তার	এ্যাথলেটিক্স
০৬	ফারজানা মুজিব বর্না	এ্যাথলেটিক্স

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণার্থীদের নাম	খেলার নাম
০৭	জাফরিন আক্তার	এ্যাথলেটিক্স
০৮	মার্জিয়া আফরিন	এ্যাথলেটিক্স
০৯	আইরিন আক্তার	এ্যাথলেটিক্স
১০	তামান্না আক্তার	এ্যাথলেটিক্স
১১	আশিক কুমার হালদার	এ্যাথলেটিক্স
১২	সাইফুল ইসমাইল সানী	এ্যাথলেটিক্স
১৩	আশরাফুজ্জামান রচি	এ্যাথলেটিক্স
১৪	মাহমুদুল হাসান	ক্রিকেট
১৫	তানভীর আহমেদ	ক্রিকেট
১৬	মো. মাহে রমজান শিহাব	ক্রিকেট
১৭	মো. ফজলে রাব্বী	ক্রিকেট
১৮	মো. ইয়াসিন আরাফাত	ক্রিকেট
১৯	মো. মিরাজুল ইসলাম	ক্রিকেট
২০	আহমেদ আমান	ক্রিকেট
২১	মুজিবুল হাসান	ক্রিকেট
২২	হাসান মুরাদ	ক্রিকেট
২৩	মো. রাতুল খান	ক্রিকেট
২৪	মো. আমিনুল ইসলাম	ক্রিকেট
২৫	কাজী রিয়াজুল ইসলাম	ক্রিকেট
২৬	রাহাত সরকার নাইয়ান	ক্রিকেট
২৭	মো. সিদ্দিকুর রহমান	ক্রিকেট
২৮	ইয়াছিন আরাফাত	ক্রিকেট
২৯	মো. আসিফ হোসাইন	ক্রিকেট
৩০	আব্দুল হালিম	ক্রিকেট
৩১	মো. মোসাদ্দেক হোসেন	ক্রিকেট
৩২	মো. নাহিদ হাসান	ক্রিকেট
৩৩	মো. জাকির হাসান	ক্রিকেট
৩৪	মো. জাকের আলী	ক্রিকেট
৩৫	শফিউল হায়াত রিদয়	ক্রিকেট
৩৬	মো. শিফাত ইসলাম	ক্রিকেট
৩৭	আব্দুল কাইয়ুম তুহীন	ক্রিকেট
৩৮	জয়রাজ শেখ	ক্রিকেট
৩৯	মো. শাহানুর রহমান	ক্রিকেট
৪০	রেজাউল করিম বাবু	হকি
৪১	মো. আশিক মাহমুদ সাগর	হকি
৪২	মো. দীন ইসলাম ইমন	হকি
৪৩	মো. রোমান সরকার	হকি

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণার্থীদের নাম	খেলার নাম
৪৪	মো. নাঈম উদ্দিন	হকি
৪৫	খালেদ মাহমুদ	হকি
৪৬	মো. আশরাফুল ইসলাম	হকি
৪৭	সজিবুর রহমান	হকি
৪৮	রায়হান উদ্দিন	হকি
৪৯	নাঈমুল ইসলাম অমিও	টেনিস
৫০	মো. রিদয় হাসান	টেনিস
৫১	আফরানা ইসলাম প্রীতি	টেনিস
৫২	পপি আক্তার	টেনিস
৫৩	মো. মামুন বেপারী	টেনিস
৫৪	মো. আমির হোসেন	উশু
৫৫	মো.জর্জিস আনোয়ার	কারাতে
৫৬	হাসিবুল ইসলাম	কারাতে
৫৭	সাগর হোসেন	কারাতে
৫৮	সাখাওয়াত হোসেন	কারাতে
৫৯	মো. আল শাহারিয়ার সাগর	কারাতে
৬০	মো. আশিকুর রহমান	কারাতে
৬১	মেহেদী হাসান	বাস্কেটবল
৬২	জামিল আহমেদ	বাস্কেটবল
৬৩	রফিকুজ্জামান	বাস্কেটবল
৬৪	শিশির আহমেদ	বাস্কেটবল
৬৫	মোঃ রিসালাতুল ইসলাম	বাস্কেটবল
৬৬	মোঃ হাসানুলবান্না	বাস্কেটবল
৬৭	রাব্বী হাসান মুন্না	শ্যুটিং
৬৮	শারমিন আক্তার	শ্যুটিং
৬৯	মো. আসিফ রেজা	সাঁতার
৭০	মো. আরিফুল ইসলাম	সাঁতার

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ২০১৩-২০১৪ সালের ডিপ্লোমা-ইন-স্পোর্টস সায়েন্স কোর্স ঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা
০১।	এক্সারসাইজ ফিজিওলজি	০৫
০২।	সায়েন্স অব স্পোর্টস ট্রেনিং	০৫
০৩।	স্পোর্টস বায়োমেকানিক্স	০৫
০৪।	স্পোর্টস সাইকোলজি	০৫
	মোট =	২০

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে এডিপিতে গৃহীত প্রকল্প ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে মোট ব্যয়	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে মোট অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে অর্জিত সাফল্য
১।	বিকেএসপির বিদ্যমান ক্রীড়া সুবিধাদির অধিকতর উন্নয়ন ও তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিভা অন্বেষণ এবং নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান।	৫৩৭৬.০০ (তিপ্পান্ন কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ)	৫৩৫৯.০২ (তিপ্পান্ন কোটি উনষাট লক্ষ দুই হাজার)	১৬.৯৮ (ষোল লক্ষ আটানব্বই হাজার)	৯৯.৯৬%
২।	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইনডোর প্রশিক্ষণের জন্য সিনথেটিক টার্ফসহ বেইলম্যান হ্যাঙ্গার নির্মাণ।	১০২০.০০ (দশ কোটি বিশ লক্ষ)	১০০৫.৬২ (দশ কোটি পাঁচ লক্ষ বাষট্টি হাজার)	১৪.৩৮ (চৌদ্দ লক্ষ আটত্রিশ হাজার)	১০০%
৩।	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান সিনথেটিক হকি টার্ফ প্রতিস্থাপন এবং স্থাপনাসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন।	১২৬০.০০ (বার কোটি ষাট লক্ষ)	১২১৯.৫৮ (বার কোটি উনিশ লক্ষ আটান্ন হাজার)	৪০.৪২ (চল্লিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার)	৯৬.৮০%

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রী বীরেন শিকদার এম.পি কর্তৃক বিকেএসপি "ইনডোর স্পোর্টস্ এরিনা" এর শুভ উদ্বোধন।

জাপান সরকার কর্তৃক বিকেএসপিকে আধুনিক জুডো ম্যাট প্রদান অনুষ্ঠানে বিকেএসপির মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ এমাদুল হক এর কাছে জুডো ম্যাট প্রদান করছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত Mr. Shiro Sadoshima

রানার গ্রুপ স্বাধীনতা দিবস উন্মুক্ত টেনিস প্রতিযোগিতা, ২০১৪ চ্যাম্পিয়নদের সাথে মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ এমাদুল হক, এনডিসি, পিএসপি।

FIH প্রেসিডেন্ট (আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন) মি. লিয়েন্দ্রো নেগ্রে এর বিকেএসপি পরিদর্শন ও হকি প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়।

USA ফুটবল কোচ Mr. Tony Sanneh ও Linda Hamilton কর্তৃক বিকেএসপি প্রশিক্ষণার্থীদের ফুটবল শীর্ষক ট্রেনিং সেশন।

পঞ্চম অধ্যায়

ক্রীড়া পরিদপ্তর

ভূমিকা ঃ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ক্রীড়া পরিদপ্তর বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে শিশু-কিশোর ও যুবদের জন্য ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার আয়োজন, তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ও বিকাশ, ক্রীড়ার মান উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া ক্লাবসমূহে বিনামূল্যে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করছে। বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষে ক্রীড়া পরিদপ্তর ৬৪টি জেলা ক্রীড়া অফিসের মাধ্যমে সারাদেশে সফলতার সাথে ক্রীড়া কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

ক্রীড়া কার্যক্রম বেগবান করার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় সমঝোতা স্মারকের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ক্রীড়া পরিদপ্তর কাজ করছে।

শিশু-কিশোর ও তরুণদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া ক্লাব ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানসমূহের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি ও ক্রীড়া মানসিকতার উন্মেষ সাধনের লক্ষ্যে ক্রীড়া পরিদপ্তর দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করছে। ক্রীড়া পরিদপ্তর বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ এবং প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ ক্রীড়া প্রতিভা নিরূপণ, ক্রীড়াক্ষেত্রে তরুণ নেতৃত্ব সৃষ্টির প্রশিক্ষণ এবং আমাদের দেশের হারিয়ে যাওয়া গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রীড়া উৎসবের আয়োজন করছে। ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন ৬৪টি জেলায় অবস্থিত জেলা ক্রীড়া অফিসের মাধ্যমে এই বাৎসরিক ক্রীড়াসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ক্রীড়া পরিদপ্তর ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ক্রীড়া পরিদপ্তর প্রণীত বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে ক্রীড়া পরিদপ্তর খেলোয়াড়দের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন,নারীর ক্ষমতায়ন, ক্রীড়া ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা সম্প্রসারণ, মাদকের অপব্যবহার রোধে ভূমিকা,স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতা এবং ক্রীড়াবিদদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য বার্ষিক ক্রীড়াসূচিতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচিগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

২। নাগরিক সেবা ঃ

১.২.২ নাগরিক সেবার তথ্য সারণী/Citizen Service Information Map

ক্রঃ নং	অফিসের নাম	সেবাসমূহ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারী	সেবা প্রদানের পদ্ধতি	সেবা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় সময়	সেবা প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ফি/ ট্যাক্স/ আনুষঙ্গিক খরচ	সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন/ বিধিবিধান	নির্দিষ্ট সেবা প্রদানে ব্যর্থ হলে প্রতিকারের বিধান
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ
০১	ক্রীড়া পরিদপ্তর	ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ	জেলা ক্রীড়া অফিসার	ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়াসূচি মোতাবেক জেলা ক্রীড়া অফিসের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জেলা সদর ও উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।	প্রশিক্ষণ ১মাস প্রতিযোগিতা ৭দিন।	বিনামূল্যে	অংশগ্রহণকারী-দের বয়সসীমা অনূর্ধ্ব ১৬ হতে হবে।	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ক্রীড়া পরিদপ্তর
০২	ক্রীড়া পরিদপ্তর	ক্রীড়া পরিদপ্তরের মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে আর্থিক অনুদান প্রদান।	পরিচালক ক্রীড়া পরিদপ্তর	প্রতিবছর দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া ক্লাব জেলা ক্রীড়া অফিসের মাধ্যমে আর্থিক বরাদ্দ চেয়ে ক্রীড়া পরিদপ্তরে আবেদন করে। উক্ত আবেদনপত্র যাচাই বাছাইপূর্বক মনোনীত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া অফিসের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।	অর্থ বছরে ১ বার	বিনামূল্যে	ক্রীড়া পরিদপ্তরের আর্থিক অনুদান প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা/ ২০১৩ অনুসারে।	সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ
০৩	ক্রীড়া পরিদপ্তর	ক্রীড়া পরিদপ্তরের মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে আর্থিক অনুদান প্রদান।	সহকারী পরিচালক ক্রীড়া পরিদপ্তর	প্রতিবছর দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া ক্লাব জেলা ক্রীড়া অফিসের মাধ্যমে ক্রীড়া সরঞ্জাম চেয়ে ক্রীড়া পরিদপ্তরে আবেদন করে। উক্ত আবেদনপত্র যাচাই বাছাইপূর্বক মনোনীত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ক্রীড়া সামগ্রী বরাদ্দ প্রদান করা হয়।	অর্থ বছরে ১ বার	বিনামূল্যে	ক্রীড়া পরিদপ্তরের ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয় ও বিতরণ নীতিমালা/ ২০১৩ অনুসারে।	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ক্রীড়া পরিদপ্তর।
০৪	ক্রীড়া পরিদপ্তর	মাননীয় সংসদ সদস্যগণের মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান।	মাননীয় সংসদ সদস্য	ক্রীড়া পরিদপ্তরের ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয় নীতিমালা অনুযায়ী ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয় করে ক্রীড়া পরিদপ্তর থেকে মাননীয় সদস্যগণের অনুকূলে সংসদীয় আসনভিত্তিক ক্রীড়া সামগ্রী বরাদ্দ প্রদান করা হয়।	অর্থ বছরে ১ বার	বিনামূল্যে	ক্রীড়া পরিদপ্তরের ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয় ও বিতরণ নীতিমালা/ ২০১৩ অনুসারে।	প্রযোজ্য নয়।
০৫	জেলা ক্রীড়া অফিস	জেলা ক্রীড়া অফিসের মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান।	জেলা ক্রীড়া অফিসার	ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়াসূচি মোতাবেক দেশের বিভিন্ন জেলা সদর ও উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়ার বিভিন্ন বিষয়ে মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রতিযোগিতা বাস্তবায়নের সময় ও বাস্তবায়নের পর।	অর্থ বছরে ১ বার	বিনামূল্যে	আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে।	পরিচালক ক্রীড়া পরিদপ্তর
০৬	সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ	সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজসমূহে ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) কোর্সে ভর্তি।	অধ্যক্ষ সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ।	ক্যালেন্ডার বছর অনুযায়ী ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে প্রার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বাছাইপূর্বক ভর্তি করা হয়। জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আবাসিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাফল্যলাভকারীদের বিপিএড ডিগ্রী প্রদান।	ক্যালেন্ডার বৎসর	• ভর্তির জন্য নির্ধারিত ফি রয়েছে। যা ভর্তির সময় জমা দিতে হয়। • আবাসন ব্যবস্থা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। • মাসিক বৃত্তি প্রদান করা হয়।	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত নীতিমালা মোতাবেক ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রদান ও পাঠ্যক্রম নির্ধারণ।	পরিচালক ক্রীড়া পরিদপ্তর

৩। ক্রীড়া পরিদপ্তরের দায়িত্ব ও কার্যাবলি ঃ

১	বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়নসমূহে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায় ক্রীড়ার ব্যাপক সম্প্রসারণ ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
২	বিভাগ, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে স্কুল কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের ক্রীড়ার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা।
৩	উপজেলা,জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সহিত ক্রীড়া কার্যক্রমের পারস্পরিক সংযোগ রক্ষা ও সমন্বয় এবং ক্রীড়া পরিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের অফিসার স্ব স্ব এলাকার ক্রীড়া সংস্থার কার্যকরী পরিষদের সদস্যের দায়িত্ব পালন।
৪	দেশের স্কুল কলেজের ছাত্র/ছাত্রীসহ তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রীড়া মানসিকতার পরিপূর্ণ উন্মেষ সাধন। ক্রীড়া আন্দোলনকে জোরদার এবং এ ব্যাপারে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও টুর্নামেন্ট প্রবর্তন করা।
৫	গ্রাম পর্যায় থেকে জেলা পর্যন্ত যাবতীয় সব ক্রীড়া ক্লাবসমূহের সংগঠন পরিচালনা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম তদারক।
৬	জাতীয় ক্রীড়া সপ্তাহ উদযাপন এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে তা সম্পন্ন করা।

৭	বয়স্কাউট সমিতির যে সমস্ত কার্যাবলি এ যাবত জন-শিক্ষা পরিচালনালয়ের শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক দেখাশুনা এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দান করিতেছিলেন সে সমস্ত দায়িত্ব ক্রীড়া পরিদপ্তরের উপর ন্যস্ত থকিবে।
৮	স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্র/ছাত্রীদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৯	বিবিধ যুব কর্মসূচি প্রণয়ন,সম্পাদন ও বাস্তবায়ন।
১০	দেশের শিশু, কিশোর ও যুব সংগঠনসমূহের বার্ষিক ক্রীড়া কার্যক্রমে পরিপূর্ণ সহযোগিতা দান।
১১	স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস উপলক্ষে শিশু কিশোর ও যুব সমাবেশের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা।
১২	সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিভাগের অধীনস্থ যে সব উন্নয়ন প্রকল্প ক্রীড়া পরিদপ্তরের দায়িত্বে দেয়া হবে তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন।

৪। **জনবল ঃ**

ক্রীড়া পরিদপ্তরের জনবল ৪২৫ জন। প্রধান কার্যালয়ে ২২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারির মধ্যে ৪জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা এবং ১৮ জন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারি। ক্রীড়া পরিদপ্তরের আওতাধীন ৬৪টি জেলা ক্রীড়া অফিসে প্রতিটিতে একজন প্রথম শ্রেণির জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা ও দুই জন কর্মচারিসহ মোট ১৯২ জন কর্মকর্তা /কর্মচারি এবং ক্রীড়া পরিদপ্তরের অধিভুক্ত ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বাগেরহাট, ময়মনসিংহ ও বরিশাল জেলায় অবস্থিত ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজে মোট ২১১ কর্মকর্তা ও কর্মচারির সংস্থান রয়েছে।

৫। **বার্ষিক বরাদ্দ ঃ** ক্রীড়া পরিদপ্তর ও ক্রীড়া পরিদপ্তরের অধীনস্থ ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ ঃ

অর্থবছর	রাজস্ব (হাজার টাকায়)	উন্নয়ন (হাজার টাকায়)
২০১৩-২০১৪	১৫,০৬,৯৭	--
২০১৩-২০১৪	১৬,২৫,০০	--

৬। **ক্রীড়া সামগ্রী ঃ** ক্রীড়া পরিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ক্রীড়া ক্লাবে ক্রীড়া সরঞ্জাম বিতরণের লক্ষ্যে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে তিন কোটি বিশ লাখ টাকার ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয়খাতে বরাদ্দ ছিল। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয়পূর্বক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশক্রমে মাননীয় সংসদ সদস্যগণের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান এবং জেলা ক্রীড়া অফিসের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য এবং ক্রীড়া পরিদপ্তর থেকে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া ক্লাবের আবেদনের (সুপারিশসহ) পরিপ্রেক্ষিতে বিতরণ করা হয়েছে।

ক্রীড়া সরঞ্জাম ক্রয়খাতে বরাদ্দ ঃ

অর্থবছর	রাজস্ব	উন্নয়ন
২০১৩-২০১৪	৩,২০,০০০.০০ টাকা	--
২০১৪-২০১৫	৩,৪০,০০০.০০ টাকা	--

৭। **বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি ঃ** দেশের তৃণমূল পর্যায়ে শিশু-কিশোর ও তরুণদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া ক্লাব ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানসমূহের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি ও ক্রীড়া মানসিকতার উন্মেষ সাধনের লক্ষ্যে ক্রীড়া পরিদপ্তর ২০১৩-২০১৪অর্থবছরে নানামুখি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। ক্রীড়া পরিদপ্তর প্রণীত বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচিতে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি,ভলিবল, হ্যান্ডবল, দাবা, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, রাগবি, জিমন্যাস্টিক্স,অ্যাথলেটিক্স এবং গ্রামীণ খেলাধুলার মাধ্যমে ক্রীড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া পরিদপ্তর ক্রীড়া কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের ছেলেমেয়েদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করা ছাড়াও ক্রীড়াক্ষেত্রে যুব নেতৃত্ব সৃষ্টি, ক্রীড়াক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, ক্রীড়াক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা সম্প্রসারণ, মাদকের অপব্যবহার রোধে ভূমিকা,স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতা এবং ক্রীড়াবিদদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

জেলা ক্রীড়া অফিস, সাতক্ষীরা আয়োজিত মেয়েদের কাবাডি প্রতিযোগিতার দৃশ্য।

কর্মসূচী ঃ ফুটবল প্রশিক্ষণ, সাল ঃ ২০১৩-১৪, জেলা ঃ চট্টগ্রাম

বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচী, ২০১৩-২০১৪। জেলা ক্রীড়া অফিস, ঝিনাইদহ আয়োজিত মেয়েদের হকি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী।

২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির পরিসংখ্যান :

বিষয়	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	প্রতিযোগিতার সংখ্যা	ক্রীড়াক্ষেত্রে যুব নেতৃত্ব সৃষ্টির প্রশিক্ষণ	ক্রীড়া বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম	গ্রামীণ ক্রীড়ার মাধ্যমে ক্রীড়া উৎসব	সর্বমোট
ফুটবল	৬৪	-	১৯২			
ক্রিকেট	৬৪	-	১৯২			
হকি	১৩	-	৩৯			
ভলিবল	৫৮	৭	১৭৪			
হ্যান্ডবল	৫৭	৪	১৭১			
দাবা	-	৬০	-			
কাবাডি	-	৬৪	-			
সাঁতার	-	৫৫	-			
ব্যাডমিন্টন	-	৬০	-			
অ্যাথলেটিক্স	-	৬৪	-			
জিমন্যাস্টিক	-	১	-			
রাগবী	-	৫	-			
গ্রামীণ ক্রীড়া	-	১২৮	-			
মোট	২৫৬	৪৮৮	৭৬৮	৩৮৪০	৬৪	৫১২০

বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচিতে প্রতিটি জেলায় ক্রীড়ার ৪টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ, ৫টি বিষয়ে প্রতিযোগিতা, ১২টি ক্রীড়াক্ষেত্রে যুব নেতৃত্ব সৃষ্টির প্রশিক্ষণ, ৫৪টি ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি, গ্রামীণ খেলাধুলার মাধ্যমে ক্রীড়া উৎসব বাস্তবায়িত হয়েছে।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সারাদেশে ফুটবলে ৬৪টি, ক্রিকেটে ৬৪টি, হকিতে ১৩টি, ভলিবলে ৫৮টি ও হ্যান্ডবলে ৫৭টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। একইভাবে সারাদেশে কাবাডিতে ৬৪টি, দাবাতে ৬০টি, সাঁতারে ৫৫টি, ব্যাডমিন্টনে ৬০টি, ভলিবলে ০৭টি, হ্যান্ডবলে ০৪টি, জিমন্যাস্টিক ০১টি, রাগবী ০৫টি, অ্যাথলেটিক্সে ৬৪টি এবং ১২৮টি গ্রামীণ ক্রীড়া কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া তৃণমূল পর্যায়ে খেলাধূলার আয়োজন ও সংগঠনের বিষয়ে যুব নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য ৭৬৮টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও দেশের শিশু-কিশোর ও তরুণ ছেলেমেয়েদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য সারাদেশে ৩৪৫৬টি উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। ক্রীড়া পরিদপ্তর প্রণীত বার্ষিক কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষণে ৭৬৮০জন ছেলেমেয়ে, প্রতিযোগিতায় ২৪৫০০জন ছেলেমেয়ে, ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচিতে ২৩০৪০০জন ছেলেমেয়েসহ সর্বমোট ২৬২৫৮০জন ছেলেমেয়ে ক্রীড়া কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

ক্রীড়া পরিদপ্তর প্রণীত বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি ২০১৩-২০১৪ দেশের প্রতিটি জেলার ক্রীড়া কার্যক্রমে/অর্থবছরে অংশগ্রহণকারী ছেলেমেয়েদের মধ্য হতে প্রতিভাবান ফুটবল খেলোয়াড়দের নিয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে অনুশীলন ও বিভাগীয় দল গঠন করে ক্রীড়া পরিদপ্তর ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

ডেভেলপমেন্ট কাপ ফুটবল ২০১৩-২০১৪ এ অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ঃ

সন	বিভাগ	জাতীয়	প্রতিভাবান খেলোয়াড়
২০১৩-২০১৪	১৮৯ জন	১১২ জন	৩২ জন

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে প্রতিটি জেলার কর্মসূচিতে অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার দিন সংশ্লিষ্ট স্থানের প্রচলিত গ্রামীণ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফলে আমাদের দেশের হারিয়ে যাওয়া গ্রামীণ খেলাগুলো আবার প্রাণ ফিরে পাচ্ছে এবং অধিক সংখ্যক ছেলেমেয়ে এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করায় ঐ দিনটি ক্রীড়া উৎসবে পরিণত হয়।

এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা ও গ্রামীণ খেলা/১৪ পূর্বধলা।

গ্রামীণ খেলার দৃশ্য।

গ্রামীণ খেলায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়ের সংখ্যা ঃ

সন	জেলার সংখ্যা	খেলোয়াড়ের সংখ্যা
২০১৩-২০১৪	৬৪	১২৮০০ জন

৮। সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজে ২০১৪ সালে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাঃ

ক্রমিক	নাম	সংখ্যা
১	ঢাকা সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ	২৭৫ জন
২	রাজশাহী সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ	২৫০ জন
৩	চট্টগ্রাম সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ	৭৫ জন
৪	খুলনা বিভাগীয় সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ, বাগেরহাট	১২২ জন
৫	বরিশাল সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ	৮০ জন
৬	ময়মনসিংহ সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ	১৩০ জন
	মোট =	৯৩২ জন

৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজে ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন বিষয়ে শিক্ষা প্রদান ঃ

বছর	সংখ্যা
২০১৩	৮৪৫ জন
২০১৪	৯৩২ জন

ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বাগেরহাট, ময়মনসিংহ ও বরিশাল জেলায় অবস্থিত ৬টি সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে স্নাতক ডিগ্রীধারী যুবক ও যুবমহিলাদের (জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর) এক বছরের প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড) ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরা বিপিএড ডিগ্রি লাভ করে পরবর্তীতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানসমূহে, শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক, প্রভাষক ও প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরি প্রাপ্তির জন্য আবেদনের যোগ্যতা লাভ করছে। এর ফলে দেশের খেলাধূলার মান উন্নয়নের সাথে সাথে শিক্ষিত বেকার যুব শ্রেণির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের সময়ে ক্রীড়া পরিদপ্তরের সাফল্য ঃ

- ক্রীড়া পরিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েব সাইট নির্মাণ।
- ক্রীড়া পরিদপ্তরের লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন।
- ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক স্থাপন।
- ৬৪ জেলার জেলা ক্রীড়া অফিসের জন্য ক্রীড়া পরিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে কম্পিউটার অন্তর্ভুক্ত করে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন।
- সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজসমূহে অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা।
- একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের আওতায় ক্রীড়া পরিদপ্তরের সার্ভিস প্রোফাইল বুক প্রণয়ন।

বাঃসঙ্গ্রঃ-৫২৯৩কম(বি-১২)-২০১৪/১৫—২০০ বই, ২০১৫।